বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, অদ্য প্রায় ১০ দশ বৎসর অতীত হইল, আমার ভ্রাতা শ্রীমান্ কন্দর্পমোহন বিদ্যারত্ন এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে উত্তর রাঢ়ি, দক্ষিণ রাঢ়ি, সপ্তগ্রামি বণিক্‌দিগের শ্রেণীবিভাগ এবং বর্ণিক প্রতিপাদন এবং কুলীন, রাঢ়ী, বংশজ, গৌণ-বংশজ, মৌলিক ও কষ্ট-মৌলিকাদি স্তরে স্তরে গাঁথা রহিয়াছে। অধিক কি যদি কেহ মনে করেন আমাদের উৎপত্তি কিমত, কুলীন, রাঢ়ী বংশজ প্রভৃতির কোন্ দলস্থ বণিক্ তাহা এই গ্রন্থে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দেখিলেই প্রকাশ পাইবেন। গন্ধ বণিক্ প্রভৃতিরা আপনাদের উৎপত্তি জানিতে পারিবেন এবং সকল জাতিই আপনাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কুলপ্রথা বুঝিতে পারিবেন। সুতবাং সকলেরই দেখা আবশ্যক——ইতি ১২৯৪ সাল।

প্রকাশক শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য
ব্রাহ্মণপাড়া।

আমি এই গ্রন্থ বিশেষ করিয়া দেখিলাম উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

শ্রীমধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার
পলাশী।

আমি এই গ্রন্থের অনেকাংশ দেখিলাম ইহাতে গ্রন্থকারের পরিশ্রম ও পটুত্ব প্রকাশ হইয়াছে।

শ্রীমধুসূদন স্মৃতিরত্ন
ভাটপাড়া।

গ্রন্থকর্তা এতদ্গ্রন্থরচনয়া বিশেষ গৌরবোলভ্যতে যশ শ্চেতি বিদাম্মতম।

শ্রীরামগোপাল শর্ম্মণাম্‌
চুঁচুড়া।

বণিক প্রতিপাদন।

নামরূপং নযস্যৈকো যোস্তিত্বেনোপলভ্যতে।
যস্যাবতার রূপাণি সমর্চ্চন্তি দিবৌকসঃ ॥
নমোহস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ যস্যাভিন্নমিদং জগৎ।
ধ্যেয়ঃ স জগতামাদ্যঃ প্রসীদতু সনেব্যয়ঃ ॥

উত্তররাঢ়া দক্ষিণরাঢ়া সপ্তগ্রামী ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কহেন, পূর্ব্ব হইতে আমরা সুবর্ণবণিক পরিচয় দিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু ১২৭৬ সালে চন্দ্রিকা নামক কোন পত্রিকা আমাদিগকে যে কি একটি উপদেশ দিলেন, সেই হইতে বণিক এই শব্দটি ভুলিয়া যাইতেছি। কখন না মনে হয়, আমাদের পিতৃ পিতামহ প্রভৃতিরা কি মূর্খ ছিলেন যে, (অন্নপূর্ণা স্থলে অন্নপূর্ণার মত) সরেফ বর্ণিক শব্দ উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। ভাল যদি মূর্খই হইলেন, তবে কি পণ্ডিত সমাজের কোন নির্ণয়ার্থ শ্রবণ করিতে পাইতেন না, না কোন বিদ্বদ্‌ব্রাহ্মণ ইহাদিগকে বর্ণিক বলিতে নিষেধ এবং বণিক্ বলিতে উপদেশ দেন নাই? আবার দেখা যায়, গেজেট সম্পাদক কহিলেন, সুবর্ণ বণিক্ অপেক্ষা সুবর্ণ বর্ণিক বলিয়া পরিচয় দেওয়া উপকারক। পত্রিকাও স্বীকার করিয়া কহিলেন সুবর্ণ বর্ণিক একটি জাতি আছে সত্য, তবে তাহারা সৎ শূদ্রের অন্তর্গত। যথা——

গোপনাপিত তেজাশ্চ তথামোদক কুবরৌ।
তাম্বূলী পর্ণকারৌচ তথা বর্ণিক জাতয়ঃ।
ইত্যেবমাদ্যা জাত্যাহিসৎশূদ্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥

আবার একাল পর্য্যন্ত আমরা কনক ক্ষেত্রী বলিয়া আসিতেছি, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সভ্যগণ কনক ক্ষেত্রী শব্দের অর্থ সুবর্ণ ব্যবসায়ির প্রতিই রাখেন, এবং সুবর্ণ বর্ণিক

শব্দেও সুবর্ণ ব্যবসায়ী কহেন, ভাল, সুবর্ণবণিক্ বলিলেই যদি কনক ক্ষেত্রী শব্দটির বিশেষ অর্থ প্রকাশ করা হয়, তবে কনকক্ষেত্রী এই কটমট শব্দটি বলিয়া লোক সমাজে পরিচয় দিবার জন্য কেন ব্যগ্রতা প্রকাশ করি। আর যখন আমরা জনসমাজে ব্যগ্রতার সহিত কনকক্ষেত্রী বলিয়া পরিচয় দি, তৎকালে বিশেষ চিন্তা করিলে হৃদয় মধ্যে এই ভাবটী প্রকাশ পায়, যেন নানা প্রকার সুবর্ণ বণিক্ আছে, তাহাদের সকলের কনক ক্ষেত্রী বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার নাই, তজ্জন্য সকলে সুবর্ণ বণিক্ না বলিয়াও কনক ক্ষেত্রী বলিয়া পরিচয় দেওয়া শিক্ষা করিয়াছি। বোধ হয় কনকক্ষেত্রী শব্দের ঐ প্রকার কোন অর্থ হইলেও হইতে পারে।

এই স্থলে গ্রন্থকার স্বমত স্থাপন করিবেন। সুবর্ণ বণিকেরা একটী জাতি নহে, শাস্ত্র মধ্যে যেমন যেমন উৎপত্তি দেখা যায় তদ্রূপ এক একটী জাতি বিশেষ। কেহ কেহ কহেন, বৈশ্য কুশলচন্দ্র হইতে সুবর্ণ বণিক্ উৎপন্ন হইয়াছে। যথা——জাতাস্ত্রয়োয়ে কুশলস্য পুত্রা বাণিজ্যকারী সনকস্তু হেম্নঃ। আসীন্মণেস্তেষু সনাতনোবৈ গন্ধাদিসত্বস্য সনৎকুমারঃ॥ পরাশর জাতিমালায়াং

কাংস্যকারাচ্চ মাণিক্যাং সুবর্ণজীবকোহভবৎ।

কাংস্যকার হইতে মণি বণিকের স্ত্রীতে সুবর্ণজীবী উৎপন্ন হইয়াছে।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণং।

উত্তমাঃশঙ্করা এতে মধ্যমানথমে শৃণু।
বৈশ্যায়াংকরণাজ্জাত স্তক্ষারজক এবচ।
স্বর্ণকারঃ স্বর্ণ বণিক্ তস্যামম্বষ্ঠ সম্ভবঃ॥

ইহারা উত্তম সঙ্কর। অনন্তর মধ্যম সঙ্কর শ্রবণ কর, বৈশ্যানীর গর্ব্ভে করণ হইতে তক্ষা ও রজক এই দুই জাতির উৎপত্তি। আর বৈশ্যানীর গর্ব্ভে অম্বষ্ঠ ঔরসে স্বর্ণকার ও স্বর্ণ বণিক্ এই দুই জাতির উৎপত্তি।

রাজা রাধাকান্ত দেব স্বীয় শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে সুবর্ণ বণিক্ শব্দের অর্থ এই প্রকার লিখিয়াছেন। সুবর্ণ বণিক্ (পুং) জাতি বিশেষঃ। সোনার বেণিয়া ইতিভাষা। সতু অম্বষ্ঠাদ্বৈশ্যায়াং জাতঃ মধ্যম বর্ণ সংঙ্করঃ। ইতি কেচিৎ॥ অনেকে এই অংশটিকে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ মনে করিতেন বস্তুতঃ উপরি উক্ত বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের আভাস। যাহা হউক সুবর্ণ ব্যবসায়িদের যদি এই মত নানা উৎপত্তি রহিল, তবে সুবর্ণ বণিক্ বলিলেই যে সর্ব্ব প্রকার উৎপত্তি, তাহার উৎপত্তি হইবে তাহা হইতে পারেনা, প্রথম দেখিতে হইবে ইনি অমুক জাতি বলিযা পরিচয় দিতেছেন; ভাল, ইহাদের কুলাচার্য্য কৃত কোন কুল পুস্তক আছে কিনা, যদি থাকে তাহাতে ইহাদের উৎপত্তি কি প্রকার লিখিয়াছে। যদি না থাকে, তখন দেখিতে হইবে, লোক পরম্পরায় ইহাদিগের উৎপত্তি কি প্রকার কথিত আছে। যদি তাহাতেও গোলযোগ উপস্থিত হয়, তখন আচার ব্যবহার দেখিয়া যুক্তি অনুসারে উৎপত্তি জানিতে হইবে। যেমন কায়স্থ জাতির নানা প্রকার উৎপত্তি থাকিলেও কুল পুস্তক অনুসারে ঘোষ, বসু, দাস, মিত্র প্রভৃতিকে উত্তম এবং লোক পরম্পরায় জনশ্রুতি অনুসারে কতক গুলিকে মধ্যম ও গো-চিকিৎসাদি আচার ব্যবহার দেখিয়া কতক গুলিকে অধম নির্ণয় করা হইয়া থাকে। এখন উত্তর রাঢ়া, দক্ষিণ রাঢ়ী ও সপ্তগ্রামী ইহারা যদি আপনাদিগকে সুবর্ণ বণিক্ বলিয়া পরিচয় দেন, দেখুন, উৎপত্তি জানিতে হইলে দেখিতে হইবে, ইহাদের কুলাচার্য্যকৃত কোন

কুল পুস্তক আছে কি না; তখন দেখিবেন, কুলাচার্য্য অনেক মহাত্মা ইহাদের উৎপত্তি প্রভৃতির অনেক বিষয় নির্ণয় করিয়া রাখিয়াছেন। আর কুলচার্য্যদিগের লেখনী যাহাদিগকে স্পর্শ করেনাই, অথচ জনশ্রুতি উত্তম পরিচয় দিলে মধ্যম এবং জনশ্রুতিতেও গোলযোগ থাকে, স্বর্ণকারের তন্তুবায়ের বাদ্যকরের ব্যবসায় করেন, তবে অধম উৎপত্তিই তাহার উৎপত্তি।

কুলপুস্তকে সুবর্ণ বণিক্ এই আখ্যাবিশিষ্ট জাতি সকলের মধ্যে উত্তর রাঢ়ি দক্ষিণ রাঢ়ি সপ্তগ্রামিদিগের কুলাচার্য্যেরা তাহাদের ভিন্ন প্রকার উৎপত্তি লিখিয়া গিয়াছেন; সম্প্রতি কোন অজ্ঞব্যক্তি যদি শাস্ত্রের কোন একটী প্রমাণ দেখিয়া সেইটিই তাহাদের উৎপত্তি বলেন, তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না, যদি তাহাই হয় তবে কায়স্থ জাতির কুল পুস্তকে ঘোষ, বসু, মিত্রদিগের শ্রেষ্ঠত্ব থাকিলেও গো-চিকিৎসক কায়স্থের সহিত তুলনা করিবার বাধা কি। আর উত্তর রাঢ়ি প্রভৃতির কুলাচার্য্যেরা যে প্রকার উৎপত্তি লিখিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া পশ্চাৎ বিবৃত করিবেন।

সূর্য্য কুলোদ্ভব ইক্ষ্বাকু নামক রাজার বংশ ক্রমে ক্রমে সুমিত্র পর্য্যন্ত আসিয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, (শ্রীমদ্ভাগবতে ইক্ষ্বাকূনাময়ংবংশঃ সুমিত্রান্তোভবিষ্যতি) সেই ইক্ষ্বাকুর বংশে সুষেণজিৎ নামক রাজা, যাহার পুত্র প্রসেণ, সেই প্রষেণ, কনকানাম্নী বৈশ্য কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কালে কনকারগর্ব্ভে প্রষেণের সনক নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। সনক কনকার ক্ষেত্রে উৎপন্ন বলিয়া কনক ক্ষেত্রী একটি আখ্যা প্রাপ্ত হন।

সনক আবার বৈশ্যকন্যা বরাটিনীকে বিবাহ করেন; সেই বরাটিনীর গর্ব্ভে সনকের জয়পতি, শিব, শিবদাস, শিবরাম ও সদাশিব এই পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হয়। সনক ইহাদিগকে

সুবর্ণ, শঙ্খ, গন্ধ, মাণিক্য ও কাংস্য এই পাঁচটি ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিয়াছেন। সকলে বৈশ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বণিকশব্দ-বাচ্য হয়েন, যথা——

ব্রাহ্মণাদীনাং বর্ণ চতুষ্টয়ানাং মধ্যে বৈশ্য স্তৃতীয়

বর্ণঃ বর্ণে বৈশ্যে বৈশ্যধর্ম্মে নিযুক্তঃ বর্ণিকঃ

অয়স্তু শ্রাদ্ধমিতিবৎ পঙ্কজ বচ্চ যোগরূঢ়িঃ ॥

এই জন্য ইহাদের কুলাচার্য্যেরা আপন আপন কুল পুস্তকে স্থানে স্থানে বর্ণিক শব্দ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন যথা

কর্জ্জনানগরী খ্যাতা দক্ষিণে গৌড় মণ্ডলে।
নিবাসো বর্ণিকানাঞ্চ যত্রাস্তে বর্ণিকোত্তমাঃ ॥

সুবর্ণ বর্ণিকস্য লক্ষণং লিখ্যতে

বিদ্যাবন্তোধনাঢ্যাশ্চ দাতারশ্চোপকারকাঃ।

গুণান্বেষাং ক্ষমাশীলা বর্ণিকাঃ পঞ্চলক্ষণাঃ ॥

তৃতীয়ে পত্রসংখ্যাচ বর্ণিকানাং নিরূপণং ॥

পঞ্চাভিধেয়ং পঞ্চানাং পঙ্ক্তৌ বর্ণিকোত্তমাঃ ॥

গেজেট্ সম্পাদক বর্ণিক শব্দের ভিন্ন প্রকার অর্থ করিয়াছেন, যথা বর্ণঃ সুবর্ণ মিতি হেমচন্দ্রঃ। বর্ণে সুবর্ণে সুবর্ণ ব্যবসায়ে নিযুক্তঃ বর্ণিকঃ। সুবর্ণ বর্ণিক ইতিতু গন্ধঘ্রাণবৎস্পষ্টার্থঃ ॥

এমত অর্থ করিলে গন্ধবর্ণিক, শঙ্খবর্ণিক, মণিবর্ণিক, কাংস্যবর্ণিক না বুঝাইয়া গন্ধবণিক্, শঙ্খবণিক্, মণিবণিক্, কাংস্যবণিকপ্রভৃতিকে বুঝায়। বস্তুতঃ গন্ধবর্ণিক প্রভৃতিরা ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন এই হেতু শ্রেষ্ঠ, আর গন্ধবণিক প্রভৃতিরা ভিন্ন জাতি যথা——

পরাশর জাতিমালায়াং

অম্বষ্ঠাদ্রেজ পুত্র্যাস্তু জায়তে গান্ধিকোবণিক্ ।
গন্ধ চন্দন ধূপাদি ক্রয় বিক্রয় কারকঃ ॥
গান্ধিক্যাং রজপুত্রাচ্চ সংজাতঃ শাঙ্খিকোবণিক্ ।
শঙ্খংদত্বামুনেঃপত্ন্যৈ শঙ্খজীবী প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
শাঙ্খিক্যাং গান্ধিকাজ্জাত স্তাম্রকাংস্যোপজীবিকঃ ।
শাঙ্খিকাৎ কাংস্যকন্যায়াং মণিকারঃ প্রজায়তে
কাংস্যকারাচ্চ মাণিক্যাং স্বুবর্ণজীবিকোঽভবৎ ॥

ইহারা পঞ্চবণিক্ উৎপত্তি দেখিলেই নীচ ও বর্ণসঙ্কর প্রকাশ হইতেছে। এতদ্দ্বারা এড়ুকেশনগেজেট সম্পাদকের যে স্বুবর্ণ বণিক্ অপেক্ষা স্বুবর্ণ বর্ণিক বলা ভাল, তাহা প্রতিপন্ন হইল।

উপরিউক্ত এই স্বুবর্ণ বর্ণিক জাতিটি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতে (অর্থাৎ কশ্চিদ্বণিগ্বিশেষশ্চ সংসর্গাৎ স্বর্ণকারিণঃ। স্বর্ণচৌর্য্যাদিদোষেণ পতিতোব্রহ্মশাপতঃ) "এই বচনের মতে" পতিত হইতে পারেন্না। কারণ স্বুবর্ণ বণিক্ই পতিত, এস্থলে স্বুবর্ণ বর্ণিক জাতি কেমন করিয়া পতিত হইবে। আর এ ও একটি যুক্তি যুক্ত কথা, বল্লালসেন দ্বারা স্বুবর্ণ বণিক্ই পতিত, স্বুবর্ণ বর্ণিক জাতি পতিত নহেন, কারণ বল্লাল চরিত গ্রন্থে দেখা যায়—

যদি হিরণ্য বণিজো নীচ জাতীয়ানাং মধ্যে নগণয়িষ্যামীত্যাদি।
অদ্যাবধি ক্রিয়াহীনানাং বণিজাং যজ্ঞোপবীত ধারণং ব্যর্থমিত্যাদি।
বিশেষতস্তু স্বর্ণবণিজঃ সর্ব্বেগোস্তেয়া গোহত্যাকারিণশ্চাত এতেঽদ্য পর্য্যন্তং পতিতা ইত্যাদি ॥

এই সকল স্থলে এবং অন্যান্য স্থলে ভূরি ভূরি বণিক্ শব্দ

প্রয়োগ রহিয়াছে, কুত্রাপি বর্ণিক শব্দ প্রয়োগ নাই! আর এই স্থলে একটি প্রশ্ন হইতে পারে, " কি ইহারা নিশ্চয়ই বণিক নহেন ?' উত্তর তাহাও বটেন্। কারণ জয়পতি প্রভৃতি পঞ্চ বর্ণিকগণ বৈশ্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যখন বৈশ্যধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তখন বণিক্ বলিলেও বলা যাইবে। তবে পুরুষ পরম্পরায় সূর্য্যকুলোদ্ভব ক্ষত্রী হইতে বৈশ্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব বৈশ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কুলাচার্য্যেরাও এই জন্য নানা স্থানে বণিক্ বলিয়া লিখিয়াছেন! এতদ্দ্বারা চন্দ্রিকা নামক পত্রিকায় ইহাদিগকে বণিক্ বলিতেন তাহাও সিদ্ধ হইল।

যাহা হউক, এই স্থলে একটি মহান্ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। যেহেতু সুবর্ণ বর্ণিক সকল বৈশ্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন; ইহাতে বণিক্ পদবাচ্যত বটেন। যদি বণিক হইলেন, তবে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের (কশ্চিদ্বণিগ্বিশেষশ্চ) বচন কেননা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে। এমতে বণিক্ বিশেষ কোন বণিক্ ইহার অর্থ নানা সুবর্ণবণিকের মধ্যে সুবর্ণ বর্ণিক সঙ্গক বণিক্গণকে বলাযায়, তবে অঘটন ঘটনারূপ অনিষ্টাপত্তি দোষ হইয়া পড়ে। কারণ যাহারা আদি হইতে স্বর্ণকারের বাদ্যকরের ব্যবসায় গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, তাহারা পতিত না হইয়া যাহারা ভদ্রসমাজে সভ্য বলিয়া পরিচিত তাহারা পতিত হইয়া উঠেন। আর সে বিষয় সংশয় করিবার আবশ্যকও নাই। যেহেতু মণিবন্ধ নামক কোন বণিক স্বর্ণ চৌর্য্যদোষে পতিত এইটি স্থিরীকৃত হইয়াছে। যদি বলেন, সেই মণিবন্ধ নামক বণিক্ এই সুবর্ণ বর্ণিকের অন্তর্গত, তাহাও হইতে পারেনা। কারণ উত্তর রাঢ়ী দক্ষিণ রাঢ়ী সপ্তগ্রামী বণিক্দিগের কুলাচার্য্যেরা যে যে কুলপুস্তক করিয়া গিয়াছেন, সেই সেই গ্রন্থ করিবার তাহাদের বিশেষ

উদ্দেশ্য কি ? তাহাদের বিশেষ উদ্দেশ্য এই যে, কতকগুলি বণিক্ পতিত আছে, পাছে তাহাদের সহিত এই পবিত্র কুলোদ্ভব ব্যক্তি সকল মিশ্র ভাবাপন্ন হন। কিন্তু যে কাল পর্য্যন্ত সেই সেই মহাত্মাদিগের লেখনীধৃত বণিকের শ্রেণী বিভাগ থাকিবে, তাবৎকাল পতিত বণিক্‌দিগের সহিত মিশ্র হইবার কোন সম্ভব নাই। পতিত বণিক্ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;——

মূলংনাস্তি কুলংনাস্তি নাস্তি কিঞ্চিন্নিরূপণং।
সুবর্ণ বণিগাখ্যাংশ্চ পতিতান্ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

যাহাদের মূল নাই কুল নাই কুলপুস্তকে কোন নিরূপণ নাই অথচ সুবর্ণ বণিক্ বলেন, তাহারা পতিত। সুতরাং তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। তাৎপর্য্য যাবতীয় সুবর্ণ বর্ণিককে লিপিবদ্ধ করা হইল, এতদ্ব্যতীত যদি কেহ সুবর্ণ বণিক্ পরিচয় দেন, তবে তাহারা বর্ণিক নহেন, ভিন্ন ঔৎপত্তিক বণিক্‌মাত্র। সেই বণিক্ জাতির কুলাচার্য্যকৃত কোন কুলপুস্তক নাই, কাযেই তাহারা পতিতের সহিত মিশ্র। সুতরাং পতিত না হইলেও পতিত। কিন্তু সুবর্ণ বর্ণিক জাতিপতিত নহে।

ভাল বল্লালসেন সুবর্ণ বণিক্‌গণকে পতিত করিয়া গিয়াছেন, এবং সুবর্ণ বর্ণিকগণও প্রকারান্তরে বণিক্‌শব্দবাচ্য, তবে বল্লালের পতিত এই দণ্ডাজ্ঞা কেননা ইহাদের উপরি বিরাজ করিবে? উত্তর তাহাও নহে। এই জন্য বল্লাল চরিত্র নামক গ্রন্থ স্বহৃদয়ে এইটি অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে যথা ;—

অতোঽদ্য পর্য্যন্তং ত্রয়োবণিজঃশূদ্রাঃ বিশেষতস্তু স্বর্ণবণিজঃ সর্ব্বেগোস্তেয়া গোহত্যাকারিণশ্চাত এতেঽদ্য পর্য্যন্তং পতিতাঃ।

এই হেতু অদ্য হইতে বণিক্‌ত্রয় শূদ্রতুল্য বিশেষ স্বুবর্ণ বণিক্‌গণ গোদ্বেষী ও গোহত্যাকারী, অতএব অদ্য হইতে পতিত। এইস্থানে বুঝিতে হইবে বণিক্‌ত্রয় (অর্থাৎ জাতাস্ত্রযোয়ে কুশলস্য পুত্রা বাণিজ্যকারী সনকস্তু হেম্নঃ। আসীন্মণে স্তেষু সনাতনোবৈ গন্ধাদি সত্বস্য সনৎকুমারঃ) এই দলস্থ বণিক্। আর উত্তর রাঢ়ী প্রভৃতির কুলাচার্য্য জ্ঞানানন্দ প্রভৃতিরা যদিচ বল্লাল সেনের পূর্ব্বে স্বুবর্ণ বর্ণিকের তালিকা করিয়া গিয়াছেন, তথাপি গোবর্দ্ধন মিশ্র, উদয় মিশ্র প্রভৃতিরা বল্লালের পরের লোক, তাহারাত স্বুবর্ণ বর্ণিকেরা বল্লাল কর্ত্তৃক পতিত তাহা কিছু বলেন না এবং তাহারা স্বুবর্ণ বর্ণিকদিগের যখন যখন এক একটি সামান্য দোষ দেখিয়াছেন, তখনি তখনি স্ব স্ব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তবে যে এই দোষটি গ্রন্থে রাখিবেন না ইহার তাৎপর্য্য কি? অথচ বল্লাল চরিত্র গ্রন্থে দেখা যায় যে, বল্লাল সেন কর্ত্তৃক সনক সনাতন ও সনৎকুমার ইহাদের অন্তর্গত সনক বংশীয় বণিকেরা পতিত, স্বুতরাং বর্ণিকেরা কি শাস্ত্রীয় কি বল্লাল কৃত কোন প্রকারেরি পতিত নহেন। যাহা হউক স্বুবর্ণ বর্ণিকেরা বণিক্‌পদবাচ্য বলিয়া মাঝে পড়িয়া মারা যাইতেছে।

যদি বল এমতে ইহারা ভাল বোধ হয়, তথাপি ভিন্ন প্রকারে বুঝিতে ইচ্ছা করি, কারণ শাস্ত্রে ইহাদের পাতিত্যের প্রমাণ দেখাযায়, যথা—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্—

কশ্চিদ্বণিগ্বিশেষশ্চ সংসর্গাৎ স্বর্ণকারিণঃ।

স্বর্ণচৌর্য্যাদি দোষেণ পতিতো ব্রহ্ম শাপতঃ।

তাৎপর্য্য কোন বণিক স্বর্ণকারিদিগের সংসর্গ হেতু এবং স্বুবর্ণ হরণ কৃত দোষ জন্য ও ব্রহ্মশাপাধীন পতিত।

আর সুবর্ণস্তেয়ী বা তাহার যে সংসর্গী তাহারা পতিত এতদ্বিষয়ে স্মৃতিও আছে।

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।

মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃসহ॥

ব্রহ্মহত্যা সুরাপান অশীতিরক্তিকা পরিমিত সুবর্ণ হরণ ও গুর্ব্বঙ্গনা গমন অর্থাৎ বিমাতৃ গমন এই চারি মহা-পাতক ইহাদিগের যে সংসর্গ করে অর্থাৎ একত্র সহবাস অথবা শয়ন উপবেশনাদি করে সেও মহাপাতক। মহা-পাতকী ব্যক্তি পতিত—যথা ব্রহ্মপুরাণম্——

ব্রহ্মদণ্ড হতাযেচ যেচবৈ ব্রাহ্মণৈর্হতাঃ।

মহাপাতকিনো যেচ পতিতাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ

ব্রহ্মদণ্ডহত ও ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক হত এবং মহাপাতকী ইহারা পতিত। এই স্থলে কোন কোন ব্যক্তি কহেন, যখন সুবর্ণস্তেয়ী পতিত, তখন সুবর্ণ বণিক্ মাত্রেই পতিত, কা-রণ ইহারা সুবর্ণ ব্যবসায়ী হইয়া যে সুবর্ণস্তেয়ী নহেন ইহা অসঙ্গত। এটি অলীক, যে হেতু যেব্যক্তি যে বব্যসায় করেন সে ব্যক্তি সেই ব্যবসায়ের দোষ গ্রাহী হইবেন তাহার কা-রণ কি? ভাল যদি তাহাই হয়,তবে ব্রাহ্মণ অযথার্থ উপদে-ষ্টা, ক্ষত্রিয় ভূমি হর্ত্তা, বৈশ্য গোঘ্ন, অম্বষ্ঠনর প্রাণান্তঃকারী হইয়া উঠেন, আর পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের বচনে কশ্চিৎ এই শব্দ থাকায় বণিক্ বিশেষ কোন বণিক্ অর্থাৎ সুবর্ণ বণিকদিগের মধ্যে কোন বণিক এইটিই প্রতীতি হইতেছে। নচেৎ কেহ কহিত নানা বণিকের মধ্যে কশ্চিৎ এই শব্দটী থাকায় সুবর্ণ বণিকই পতিত ইহা নহে; কারণ বণিগ্বিশেষ পতিত, এই মাত্র বলিলেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারিত, সুতরাং কশ্চিৎ শব্দের অনর্থক্যাপত্তিদোষ

হইয়া পড়ে। আর এই জন্য পুরাণের বলিয়া আর একটী প্রমাণ দৃষ্ট হয়। যথা——

বণিজামণিবন্ধেন সুবর্ণ হরণং কৃতং।

সম্মিলিতঃ স্বর্ণকারৈঃপতিতোনাত্রসংশয়ঃ ॥

মণিবন্ধ নামক কোন বণিক্ সুবর্ণ হরণ করিয়াছিলেন এবং স্বর্ণকারের সংসর্গে পতিত। সেই মণিবন্ধ নামক বণিক্ নানা বণিকের মধ্যে অন্য বণিক্ না হইয়া যে সুবর্ণ বণিক্ ইহা ব্যবসায় প্রযুক্ত সঙ্গত। সেই পতিত মণিবন্ধের সন্তান দিগের যাহারা সংসর্গী তাহারাও পতিত। যাহারা তৎসম্প- র্কীয় নহে, তাহারা পতিতও নহে। এই প্রকারে সুবর্ণ বণিক্ সকল পতিত ও অপতিত এই দুই শ্রেণী বিভক্ত হইয়া একটী উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী ও সপ্তগ্রামী বলিয়া প্রসিদ্ধ, অন্যটী তন্তু- বায়ের, স্বর্ণকারের ও বাদ্যকরের ব্যবসায় গ্রহণ করিয়া প্রসিদ্ধ। অন্যের মত যে বণিক সকল বল্লাল সেনের কোপে পতিত হইয়াছিলেন বলিয়া বল্লাল সেন ইহাদিগকে নীচ করিবার মানসে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই সকল প্রমাণ সন্নিবেশিত করা- ইয়া গিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থকার ইহাতে অনুমোদন করেন না, বলেন অন্যান্য গ্রন্থেও বণিক্ নিন্দা দেখা যায়, তবে যেখানে যেখানে বণিক্ নিন্দা দৃষ্ট হয় সে গুলি পতিত বণিকের নিন্দাপর এবং যেখানে যেখানে বণিক প্রশংসা দৃষ্ট হয় সে গুলি অপতিত বণিক্পর, এই ইহার সিদ্ধান্ত। যদি বল বল্লালকৃত পতিত না হইলেও যেন বল্লালকৃতই পতিত, ইহাতে কোন কথা আছে কি না? উত্তর তবে শাস্ত্রীয় পতিত নহে এবং বল্লালকৃত পতিতও পতিত নয়, কারণ উত্তর রাঢ়ী দক্ষিণ রাঢ়ী ও সপ্তগ্রামী ইহারা পতিত নয়

বলিয়াই বল্লাল সেন ইহাদিগকে পতিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত, কাহাকে দোষী করিতে হইলে, সে যদি নির্দ্দোষী হয় তবেই তাহাকে দোষী করা সম্ভবে, আর যদি দোষী হয় তবে তাহাকে দোষী করাও সম্ভবে না, যেমন হড্ডিপ জাতিকে কি হড্ডিপ বলিলে তাহার প্রতি দোষারোপ করা হয়। উত্তর কদাপি হইতে পারে না। সূর্য্য কুলোদ্ভব বর্ণিক জাতির প্রতি বল্লালকৃত পাতিত্যের কোন প্রমাণ দেখা যায় না, তথাপি গ্রন্থকার (যাতাস্ত্রয়ো যে এই দলস্থ) সনক বংশীয় বণিক্ ও বল্লালের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া পশ্চাৎ বল্লালকৃত পতিত যে পতিত নয় তাহা দেখাইবেন। প্রশ্ন, যদি (যাতাস্ত্রয়ো যে) এই দলস্থ বণিক্ জাতিকে বল্লাল সেন পতিত করিয়া গিয়াছেন, তবে ইহারা শাস্ত্রীয় পতিত নহে বলি, তাহাতে বক্তব্য এই যে উক্ত দলস্থ বণিক্‌দিগের কুলাচার্য্য কৃত কোন কুল পুস্তক নাই, সুতরাং তাহারা পতিত না হইলেও পতিতের সহিত মিশ্র। আর সূর্য্য কুলোদ্ভব বর্ণিক জাতির এইটী কুলপুস্তক, অতএব অন্যের কোন কথা বলিবার আবশ্যক নাই। বল্লাল সেন ডোম নামক নীচ জাতির কন্যার সহিত আশক্ত হইলে তৎসংবাদ শ্রবণ করিয়া তদীয় বিদেশস্থ পুত্র লক্ষ্মণ সেন এই পত্র প্রেরণ করেন, যথা——

রাজাবলী হইতে উদ্ধৃত

শৈত্যং নামগুণস্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা
কিং ক্রমঃশুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেনযস্যাপরে।
কিঞ্চান্যৎকথয়ামিতে স্তুতিপদং যজ্জীবিনাং জীবনং
ত্বঞ্চেন্নীচ পথেন গচ্ছসিপয়ঃ কস্ত্বাং নিষেদ্ধুং ক্ষমঃ॥

জল! শৈত্য গুণ তোমার সহজ, নির্ম্মলতাও তোমার স্বভাবসিদ্ধ, যখন তোমায় স্পর্শ ক'রে অন্যে পবিত্র হয় তখন তোমার পাবনতা গুণ আর কি ব'ল্‌ব। আর ইহা অপেক্ষাই বা সংসারে স্তুতি-বিষয় কি হইতে পারে, তুমি দেহিদের জীবন স্বরূপ হইয়া অবস্থান করিতেছ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তুমি এবম্বিধ গুণযুক্ত হইলেও যদি নীচ পথ অবলম্বন কর, তবে তোমায় নিষেধ করিতে কে ক্ষমবান হইবে। বল্লাল সেন এই পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন, যথা——

তাপো নাপগতঃ তৃষা নচ কৃশা ধৌতা ন ধূলিস্তনোঃ
ন স্বচ্ছন্দমকারি কন্দকবলঃ কানামকেলীকথা।
দূরোন্মুক্তকরেণ হস্তকরিণা স্পৃষ্টানবাপদ্মিনী
প্রারব্ধমধুপৈরকারণ মহোঝঙ্কার কোলাহলঃ॥

তাপও অপগত হয় নাই, তৃষ্ণাও কৃশা হয় নাই, শরীরের ধূলীও ধৌত হয় নাই, স্বচ্ছন্দগতে কন্দও ভক্ষণ হয় নাই, কিন্তু হায়! তার ক্রীড়ার কথা দূরে থাকুক, হস্তী দূর হইতে উৎক্ষিপ্ত কর হইয়া পদ্মিনীকে স্পর্শ করিতে না করিতেই ভ্রমরেরা অকস্মাৎ এককালে ঝঙ্কার ও কোলাহল করিয়া উঠিল।

লক্ষ্মণ সেন এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া নির্লজ্জ ভূস্বামিকে পুনর্ব্বার পত্র লিখিয়াছিলেন।

পরিবাদস্তথাভবতি বিতথো বাপি মহতাং
তথাপ্যুচ্চৈর্ধাম্নাং হরতিমহিমানং জনরবঃ।

তুলোত্তীর্ণস্যাপি প্রকট নিহতাশেষ তমসো
রবেস্তাদৃক্ তেজো নহিভবতি কন্যাংগতবতঃ ॥

অপবাদ সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, উহার কিম্বদন্তী মহৎ ব্যক্তিদিগের মহিমা বিনষ্ট করিয়া থাকে। যেমন প্রকাশ মাত্র অশেষ তমোনাশক সূর্য্য কন্যাগত হইয়া তুলা উত্তীর্ণ হইলেও কি উহার পূর্ব্বের ন্যায় প্রভাব থাকে। বল্লাল সেন এই পত্র পাইয়া কিঞ্চিৎ ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক পত্র লিখিয়াছিলেন, যথা——

সুধাংশোর্জাতেয়ং কথমপি কলঙ্কস্যকণিকা
বিধাতুর্দ্দোষোহয়ং নচগুণনিধে স্তস্যকিমপি।
সকিংনাত্রেঃ নকি মূহর চূড়ার্চ্চনমণি র্নবাহন্তি
ধ্বান্তং জগদুপরি কিম্বানবসতি ॥

সুধাকরের যে কথঞ্চিৎ কলঙ্কাপবাদ হইয়াছে, সে কি তাহার নিজ দোষ। সে বস্তুতঃ বিধাতারই দোষ। আর তাহাতে চন্দ্রেরই বা ক্ষতি কি, কারণ ঐ রূপ কলঙ্ক হইলেও কি তিনি অত্রি মুনির সন্তান নহেন, না চন্দ্রশেখর তাঁহাকে চূড়ামণি করিয়া রাখেন নাই, বা অন্ধকার নাশে অক্ষম হইয়াছেন কিম্বা আমাদিগের উপর বিরাজ করেন না। এই সকল কারণ বশত বল্লাল সেন অনেকের ঘৃণাভাজন হইয়াছিলেন। সুতরাং বণিক্‌গণ লক্ষ্মণ সেনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। কোন সময় বল্লাল সেন সুবর্ণ বণিক্‌দিগকে নিমন্ত্রণ করিলে পুর্ব্বোক্ত কারণ প্রযুক্ত অনেকে অস্বীকার করেন। এই কারণে এবং অন্য সময়

বল্লাল কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া কয়েক জন বণিক্ নাট্যশালায় গমন করেন, তন্মধ্যে এক জন বংশচ্ছেদন যোগ্য একখানি অস্ত্র কক্ষে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, এবং তাহা সভা মধ্যে বাহির করিয়া কহিয়াছিলেন। হে দর্শক ভ্রাতৃগণ আইস আমরা সকলে একত্রিত হইয়া বংশচ্ছেদন করিয়া আমাদের নৃপতিকে প্রদান করি, তবেই আমাদের পদ্মিনী রাজমহিষী সূর্পাদি নানা দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া মহারাজার অনেক সুসার করিয়া দিবেন। পশ্চাৎ মহারাজ বল্লাল সেনেরও এই কথা কর্ণগোচর হইয়াছিল, এবং যার পর নাই ক্রোধ করিয়াছিলেন। এই কারণে—এবং মণিপুরের যুদ্ধ কালীন সনক বংশোদ্ভব বল্লভানন্দ আঢ্যের নিকট মহারাজ বল্লাল সেন ২৫ লক্ষ টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন। অল্প দিন মধ্যে আর ৫ লক্ষ টাকা এই নিয়মে কর্জ্জ লইলেন যে, রণ সমাপ্ত করিব, নচেৎ সন্ধি স্থাপন করিব, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিতেছি তোমার নিকট আর এখন ঋণ গ্রহণ করিব না। এবং ভবদীয় ঋণ শীঘ্র পরিশোধ করিব। কিন্তু মহারাজ বল্লাল সেন স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষায় অশক্ত হইয়া পুনর্ব্বার ৫ লক্ষ টাকা ঋণ চাহিয়াছিলেন। (কিন্তু তাহার সেই প্রার্থনা, ফলবতী না হইয়া বরং তাঁহাকে লজ্জিত করিয়াছিল। বল্লভানন্দ কহিয়াছিলেন বৈদ্য জাতি রাজকার্য্যে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সম্মুখে বল্লভানন্দের এই বাক্য বল্লাল সেন শ্রবণ করিয়া অতীব ক্রোধ পরবশ হইয়া কহিয়াছিলেন। ক্রিয়াহীন মূর্খ বণিক্ সকল অদ্য হইতে নীচত্ব প্রাপ্ত হউক। কেহ কহেন, পুর্ব্বে সুবর্ণ বণিকেরা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিত। এই সময় বল্লাল সেন ইহাদিগকে

নীচ করিবার অভিপ্রায়ে অনেকের যজ্ঞোপবীত কাড়িয়া লইয়াছিলেন। অধিক কি, রাজার উপদ্রবে সকল স্বুবর্ণ বণিক্‌কেই ভীত হইয়া যজ্ঞোপীত ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। পরে মহারাজ বল্লাল সেন, ডোম কন্যা হরণ জন্য পতিত হওয়াতে উক্ত কন্যাকে স্থানান্তর করিয়া গোপনে রাখিয়া লোক সমাজে উক্ত ক্রিয়া ঘটিত নিজ কর্ম্ম-দোষ খ্যালনার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তৎপরে একটি যজ্ঞ করি-লেন। এবং উক্ত যজ্ঞে তোলক পরিমিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতক গুলি স্বর্ণ ধেনু গঠন করাইয়া দক্ষিণা স্বরূপে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। পরে যজ্ঞাবসানে চাতুর্ব্বর্ণের ভোজন জন্য নিমন্ত্রণ করেন, তাহাতে স্বর্ণ বণিকেরা (রাজা ডোম জাতির কন্যার সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য) জনসমাজে রাজাকে পতিত কহিয়া নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করেন। এই কারণ রাজা বল্লাল সেন মহা ক্রোধে কম্পমান হইয়া ব্রাহ্মণ সমাজে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, বল্লভানন্দ প্রভৃতি স্বর্ণবণিক্‌-দিগকে যদি নীচ জাতির মধ্যে গণনীয় না করি, তবে গো ব্রাহ্মণ এবং স্ত্রীহত্যার যে পাপ তাহা আমার হইবে। যেমন ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র বিনাশে ভীমসেন প্রতিজ্ঞা করি-য়াছিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ ! তদ্রূপ আমার এই প্রতিজ্ঞা জানিবেন।

(রাজা বল্লালসেনঃ ক্রোধাবিষ্টঃ ভয়ানকং প্রত্যজানীত,যদি হিরণ্য বণিজো নীচজাতীয়ানাং মধ্যে ন গণয়িষ্যামি বল্লভা-নন্দ প্রভৃতীনাঞ্চকষ্টং নদাস্যামি তদা গো ব্রাহ্মণ যোষি-দাঘাতেন যানি পাপানি ভবন্তি তানিমে ভবিষ্যন্তীতি। অন্ধস্য রাজ্ঞঃ শত পুত্র বিনাশে ভীমসেনোয়াদৃশী প্রতিজ্ঞা কৃতা স্বর্ণ বণিজাং সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞামেতাদৃশা জ্ঞাতব্যা)।

অনন্তর কএক জন দুষ্টের সহিত কুচক্র করিয়া যে প্রকারে স্বর্ণ বণিকগণকে অস্পৃশ্য এবং পতিত করেন। তদ্বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ব্বে রাজা যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন সেই যজ্ঞের দক্ষিণা স্বরূপ যে স্বর্ণ ধেনু দান করেন, উক্ত স্বর্ণ ধেনুর মধ্যে একটী ধেনুর গর্ব্ভে অলক্তক প্রদান পূর্ব্বক সেই ধেনু সন্বিদ্রা নামক ব্রাহ্মণ শ্রীবিন্দপহিনী নামক জনৈক স্বর্ণ বণিজের বাণিজ্য গৃহে লইয়া গিয়া কহিলেন যে, এই স্বর্ণের মূল্য কত হইবে, তাহাতে উক্ত বণিক্ স্বর্ণ রজত চিহ্নকারী সুলভ নামক লৌহ দণ্ডের দ্বারা উক্ত স্বর্ণ ধেনুতে আঘাত করিবা মাত্র ধেনু হইতে রক্তপাতের ন্যায় অলক্তক নির্গত হওয়াতে ঐ ব্রাহ্মণ কোলাহল করিয়া কহিলেন, এই ব্যক্তি বর্ত্তৃক গোহত্যা হইল। রাজা বল্লাল সেন ব্রহ্মপুত্র নদের ঔরস জাত সন্তান দেবপুত্র, সাক্ষাৎ দেবতা নররূপে মহীতলে অবতীর্ণ মাত্র। রাজদত্ত ধেনু মন্ত্রদ্বারা জীবিত হইয়াছিল, নতুবা স্বর্ণ ধেনু হইতে শোণিত নির্গত কিরূপে হইতে পারে।

দ্বিতীয়—ক্রূপ নামক ব্রাহ্মণ এক দিবস সায়ংকালে নৃপঞ্জয় নামক পোতাদার (পোতাদার শব্দ হইতে পোদ্দার হইয়াছে, হিন্দি ভাষায় সরবরাহকারকে পোতাদার অর্থাৎ উত্তমর্ণ কহে) বণিকের বাণিজ্যালয়ে আসিয়া কহিলেন, এই স্বর্ণ ধেনুটী রাজা আমাকে দান করিয়াছেন, ইহা আমি বিক্রয় করিব, অদ্য সায়ংকাল হইয়াছে কল্য কোন সময় আসিয়া ইহার যথার্থ মূল্য যাহা হইবে তাহা লইব। পরে ষষ্ঠ দিবসে রাজদূতগণ সমভিব্যাহারে অন্য এক জন নীচ জাতি সামান্য লোক আসিয়া কহিল, এই বণিকের নিকট

আমি উক্ত স্বর্ণ ধেনু বিক্রয় করিয়া ঐ ধেনুর মূল্য তোমার হস্তস্থিত রজত মুদ্রা লইয়াছি। ইহা শ্রবণ করিবা মাত্র রাজদূতেরা উক্ত স্বর্ণ বণিক্‌কে চোরের দ্রব্য ক্রয়কারী কহিয়া উভয়কে (অর্থাৎ যে নীচ জাতীয় ব্যক্তিকে মিথ্যা করিয়া স্বর্ণ ধেনুর তস্কর সাজাইয়াছিল তাহাকে ও সাধু স্বর্ণ বণিক্‌কে) এক রজ্জুতে বন্ধনপূর্ব্বক কারাগার স্থানে লইয়া বদ্ধ রাখিয়াছিল।

পরে রাজার আত্মীয় বৈদ্য বংশীয় নৃচক্ষু নামক এক জন বিচারকর্ত্তা উক্ত নির্দ্দোষী স্বর্ণ বণিক্‌কে বিচারে চৌর্য্য দ্রব্য ক্রয়করা দোষে দোষী করিয়াছিলেন।

তৎপরে এক দিবস নিজ সভাতে সকলের নিকট এই বাক্য কহিলেন আমার রাজ্যে যাহাদিগের যেমন কর্ম্ম তাহাদিগকে তদনুযায়ী করিলাম, যদি উত্তম বর্ণ নীচ কর্ম্ম করেন তাহাদিগকে কর্ম্মানুযায়ী পতিত করিব।

এতেষাং বণিজাং শূদ্রবৎ ক্রিয়াদিকং ভবষ্যতি অদ্য পর্য্যন্তং ত্রয়োবণিজঃ শূদ্রাঃ বিশেষতস্ত স্বর্ণ বণিজঃ সর্ব্বে গোস্তেয়া গোহত্যাকারিণ শ্চাত এতেহদ্য পর্য্যন্তং পতিতাঃ শিষ্টৈরগ্রাহ্যা এতৈঃ সহ যে ভোজন বিহরণৈকাসনাক্রমণ যজন পঙ্‌ক্তি ভোজনাদিকং করিষ্যন্তি তেহপি পতিতা ভবিষ্যন্তি।

অদ্যাবধি ক্রিয়া হীন বণিক্ সকল শূদ্রতুল্য, বিশেষতঃ স্বর্ণ বণিক্‌গণ গোস্তেয় এবং গোহত্যাকারী বলিয়া অদ্য অবধি পতিত ও শিষ্টদিগের অগ্রাহ্য এই জাতির সহিত অদ্য অবধি পঙ্‌ক্তিতে ভোজন একাসনে উপবেশন যাহারা করিবেন তাহারাও পতিত হইবেন।

নির্দ্দোষী বণিক্ সকলের পতিত হইবার এই গুলি বিশেষ কারণ। হউক, কিন্তু শাস্ত্র সকল ঈশ্বরের আজ্ঞা স্বরূপ, কারণ ভগবান নারায়ণ ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত ত্রিকালজ্ঞ ঋষি রূপ ধারণ করিয়া বিলুপ্ত প্রায় শাস্ত্র সকল ব্যক্ত করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের বাক্য সকল প্রমাণ, আর ভ্রমান্ধ মনুষ্যদিগের বাক্য বুধ-সমাজে অনাদৃত, অতএব অপ্রমাণ।

স্মৃতিঃ—বেদাঃপ্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থ যুক্তং বচনং প্রমাণং। যস্য প্রমাণং নভবেৎ প্রমাণং কস্তস্য কুর্য্যাদ্বচনং প্রমাণং॥

বেদ সকল প্রমাণ, স্মৃতি সকল প্রমাণ, ধর্ম্মার্থ যুক্ত বচনও প্রমাণ, কিন্তু যাহার প্রমাণ, প্রমাণ হয় না কে তাহার বাক্যকে প্রমাণ করিয়া স্বীকার করেন। আর যে বল্লাল সেন নীচ প্রকৃতিক ছিলেন, ধৈর্য্য যাহার শরীর মধ্যে সর্ব্বদা স্থান পাইত না, অনেকের জাতীয় কলঙ্ক সকল যাহার ক্রোধের ইয়ত্তা দেখাইতে ত্রুটি করিতেছে না, তিনি কি অভ্রান্ত ঋষি হইতে সক্ষম? উত্তর কখন হইতে পারে না। আর যখন যখন কিঞ্চিৎ বর্ত্তমানজ্ঞ মনুষ্যগণ শাস্ত্রসিদ্ধ লোকাচারের উচ্ছেদ করিয়াছেন, তৎকালে না হউক, অল্প কাল পরেই তাহার এক একটী বিষময় ফল অবশ্যই ফলিয়াছে। যেমন বল্লাল সেনই এক পবিত্র ব্রাহ্মণ কুলকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার ফল কি ফলিয়াছে? তৎকালে ভাল বোধ হউক, বর্ত্তমান সময়ে দেখা যাইতেছে, বহুতর মহাত্মা কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া যাবজ্জীবন মধ্যেও কন্যাদান সম্পাদন করিতে পারিতেছেন না। হয় ত শত

শত লোকে এক ব্যক্তিকে বহুতর কন্যাদান করিতেছেন। অথচ সম্পত্তিবিহীন, শুদ্ধ-শ্রোত্রীয়দিগের বংশ রক্ষার বিষয়ে সমূহ ব্যাঘাত হইতেছে। এ সকল কি বর্ণ সঙ্করের কারণ নহে? আবার অন্য দলস্থ কষ্টশ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ কন্যাভারে একবারে চিরকাল বিবাহ সংস্কারে বঞ্চিৎ। এই ইহার বিষময় ফল।

যেমন পূর্ব্বকালে পরীক্ষা একটী শাস্ত্রসিদ্ধ কার্য্য ছিল। কাহার দেহে পাপ আশ্রয় করিয়াছে কি না এমত সন্দেহ স্থলে তাহার হস্তে অশ্বত্থের নূতন পত্র কতকগুলি রক্ষা করিয়া বিধি অনুসারে উত্তপ্ত-লৌহপিণ্ড প্রদান করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইত, এই প্রকার ফাল পরীক্ষা, বিষ পরীক্ষা, জল পরীক্ষা বিধি অনুসারেই করিত। এবম্বিধ লোকাচারে আবদ্ধ থাকিয়া মনে করিত যদি কখন পাপ কার্য্যের একটী অপবাদ আসিয়া উপস্থিত হয় তবে তৎক্ষণাৎ অগ্ন্যাদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে, নচেৎ সমাজ-চ্যুত হইতে হইবে। অতএব তাহারা পাপ কার্য্যের নাম মাত্রেও হৃদয় মধ্যে স্থান দিত না, সুতরাং ইষ্টক চূর্ণ-সংঘর্ষিত-অর্শতলের ন্যায় তাহাদের হৃদয় অতি স্বচ্ছই থাকিত। সম্প্রতি সেই সকল কার্য্যের অভাবে দেখা যাইতেছে যে, মনুষ্য সকলের (রাজ শাসনে কার্য্যে পরিণত কম হইলেও) হিংসা দ্বেষ ও কপটাদিতে হৃদয় একবারে দীর্ঘকাল স্থায়ি-পঙ্কের মত কলুষিত। এই ইহার বিষময় ফল।

যেমন স্ত্রীলোকদিগের সহমৃতা হইবার একটি শাস্ত্রসিদ্ধ লোকাচার ছিল। যাহাতে স্ত্রীলোকেরা জানিত যে, যেমন সাপুড়িয়া অন্ধকারময় গর্ত্ত হইতে অক্লেশে সর্পকে ধরিয়া আনয়ন করে, তদ্রূপ এই সহমৃতা কার্য্যের দ্বারা জন্মান্তরের

মহাপাতকি-পতিকে পাপ হইতে গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত স্বর্গলোকে বাস করিতে পারিব। আরও শাস্ত্রসিদ্ধ মনে করিত, মনুষ্যের যত পরিমাণ লোম তাবৎ কাল অর্থাৎ সার্দ্ধ তিন কোটি বৎসর পর্য্যন্ত এই সহমৃতা দ্বারা পতিসহ স্বর্গলোকে বাস করিতে পারিব, এবং অনুভব করিত স্বামীই আমার জীবন স্বরূপ, কারণ যে কোন সময়ে ইহার মৃত্যু হইবে তৎক্ষণাৎ লোকাচার ভয়েই হউক, বা ধর্ম্ম ভয়েই হউক, আমার এই দেহকে ইহার সহিত ভস্ম করিতে হইবেই হইবে, অথচ যখন জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তখন মৃত্যুও দেহের সহিত জন্মিয়া অবস্থান করিতেছে। আজি হউক আর শত বর্ষ পরেই হউক মৃত্যু বলবান হইয়া গ্রাস করিবেই করিবে, কারণ, জীব মাত্রেই ত মৃত্যুর বশীভূত। তবে আমি কি জন্য প্রাণভয়ে অধর্ম্ম আচরণ করিব, এবং লোকের গঞ্জনা সহ্য করিয়া বিশেষ সমাজচ্যুতা হইয়া থাকিব। যদি এমত হইল তবে স্বামির সেবা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, এ জগতে স্বামীই এক মাত্র গুরু, রত্নের রত্ন, ভূষণের ভূষণ, জীবনের জীবন, স্বামী সচেষ্ট, থাকিলেই আমরা সচেষ্ট, স্বামী নিশ্চেষ্ট হইলেই আমরা নিশ্চেষ্ট, যদি দেবতার কাছে কায়মনোবাক্যে কিছু প্রার্থনা করিতে হয়; তবে স্বামির জন্যই করা উচিত। যাহাতে স্বামির ভবিষ্যৎ পীড়ার সম্ভব আছে, যাহা তাহার ক্লেশকর, যাহাতে তাহাকে স্থানান্তরে অবস্থান বা গমন করিতে হইবে, এমত অর্থাদির কোন আবশ্যক নাই। তবে স্বামির সহিত ইহকালে পুণ্য-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া নিষ্পাপে একত্র সহবাসে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আবার গমনের সময় এক চিতায় এককালীন স্বর্গারোহণ করিয়া স্বর্গবাস করিব। এই প্রকার তাহার স্বামিকে যদি অর্থের জন্য লালায়িত হইয়া স্থানে স্থানে

ভ্রমণ করিতে না হইল; তবে যাহা কিছু সুলভ অর্থ, তাহাই উপার্জ্জন করিয়া শাস্ত্র চিন্তায় বা ঈশ্বরারাধনায় কালযাপন করিতে পাইলেন। হৃদয়ও আনন্দে প্লাবিত হইল; মনও শান্তিরসে ভাসিতে থাকিল, এই প্রকার দম্পতীর সুখের সীমা থাকিল না। পরে কাল সহকারে আবার সেই সহমৃতা নদীর স্রোত যখন এককালীন বন্ধ হইয়া যাইল, তখন যোষিৎ মণ্ডলীর মতও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়া উঠিল। প্রথম ভাবিলেন স্বামির সহিত আমার মরিবার কিছু আবশ্যক নাই। তবে যে ইনি একাল পর্য্যন্ত আমার ভরণ-পোষণ করিতেছেন ইহাতে বোধ হইতেছে, অবশ্য ইনি আমার একটি পরম উপকারী, যদি কোন ব্যক্তিকে বিশেষ অর্থও দেওয়া যায় হয়ত সময়ে বৈ ইহার মত সর্ব্বকালীন উপকার করে না। দ্বিতীয় চিন্তা, কালক্রমে যদি ইনি পরলোকগামী হয়েন, তবে আর আমাকে এই সকল অর্থের কে সাহায্য করিবে, না অর্থ না থাকিলে সম্পূর্ণ ক্লেশ হইবে, সন্দেহ শূন্য. অতএব আমি যে কৌশলে পারি, সত্বরে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া লই, যদি কিছু গাত্রের অলঙ্কার, কিছু স্বর্ণ মুদ্রা বা রৌপ্য মুদ্রা রাখিতে পারি, তবে আবার আমার, কত লোকে সন্তোষজনক কার্য্য করিতে বাধ্য হইবে। এই মত যদি স্ত্রীলোকের মন সর্ব্বদা আকৃষ্ট হইতে লাগিল, তবে পুরুষে যতই অর্থ আনয়ন করুক না কেন, তাহার প্রণয়িনী, কালে যিনি সর্ব্বশোষিনী হইয়া রহিয়াছেন, কতক সন্তোষিয়া, কতক বা চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা আত্মসাৎ করিতে লাগিল। সুতরাং আর কিছুতেই কুলায় না। ক্রমে সর্ব্বদা অর্থ অর্থ করিয়া. অদার পরিগ্রহ কালীন উপার্জ্জিত তত্ত্বজ্ঞান ঈশ্বরচিন্তা ও আরাধনা ভ্রষ্টতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল, অব-

শেষে একটী নারকিজীবমাত্র হইয়া উঠিলেন। এই ইহার বিষময় ফল।

তদ্রূপ এই স্তুবর্ণ বণিক্গণকেও কলঙ্কী করায় সমাজের অনিষ্ট সাধনই হইয়াছে. কারণ একটী পূর্ণ সমাজের যদি কতক অংশ ত্যাগ করা যায়, তবে কি পূর্ব্ব সমাজের আর ততদূর প্রাদুর্ভাব থাকে, আর যদি হ্রস্বক্রিয় লোক হইত, তাহাতেও এতাদৃশ সমাজের অনিষ্ট হইত না, যে হেতু এই জাতিটী দয়া দাক্ষিণ্যাদিতে পরিপূর্ণ, কেহ দরিদ্র নহে। ক্রিয়া কলাপ করিয়া ব্রাহ্মণাদির কি প্রকার সম্মান করিতে হয়, তাহা বিশেষ অবগত আছে, ইহারা স্বাভাবিক বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী, দুঃখীর প্রতি দয়া করা একটী ইহাদের বিশেষ ধর্ম্ম, সর্ব্বদা পবিত্র দেহে অবস্থান করিতে অত্যন্ত ভালবাসে, এবং সমাজ-হিতৈষী ; এ কাল পর্য্যন্ত ইহাদের দ্বারা সমাজের বহুতর উন্নতি সাধন কার্য্য হইয়া আসিতেছে। যেমন যশোহর নিবাসী উত্তর রাঢ়ী মৌলিক কালীপ্রসাদপোদ্দার তথা হইতে গঙ্গাগতীরস্থ চক্রদহ পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত পথ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। চুঁচুড়া নিবাসী দক্ষিণ রাঢ়ী জীবনকৃষ্ণ পাল, বিশেষ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি সকলের বিপদ মোচন করাইয়াছেন। এবং দুর্ভিক্ষ বসত মৃতপ্রায় দুঃখীদিগেরও দুঃখ মোচন করাইয়াছেন। তত্রত্য নিবাসী দক্ষিণ রাঢ়ী জগন্মোহন শীল শত শত ব্রাহ্মণের বার্ষিক স্থাপন করিয়া যান এবং ইহার পুত্রাদি দুর্ভিক্ষ পীড়িত বহুতর গৃহস্থ ও দুঃখীগণকে তণ্ডুল প্রদানে জীবিত রাখেন। কলিকাতা নিবাসী প্রাতঃস্মরণীয় সপ্তগ্রামী নিমাই চরণ মল্লিক শত শত ব্রাহ্মণকে কন্যাদায়, পিতৃদায়, মাতৃদায়

হইতে মুক্ত করাইয়াছেন, এবং যাচকদের মনোরথ সিদ্ধির জন্য সর্ব্বদা আপনাকে কল্পতরু করিয়া রাখিতেন। পাঠক-বর্গ! গ্রন্থকার আর লিখিতে সক্ষম হইলেন না। কারণ মল্লিক বংশীয় লোক সকলের গুণকীর্ত্তন করিতে যেই তাহাব লেখনী দৌড়িল, তৎক্ষণাৎ অগণ্য গুণভূষিত তদ্বংশীয় বহুতর মহাত্মা এককালীন মনোমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কাহাকে রাখিয়া কাহাকে লিপিবদ্ধ করেন সুতরাং একেবারে নিরস্ত হইলেন।

আরও ইহাতে কতক গুলি ব্রাহ্মণকে পীড়ন করা হইয়াছে। ইহাদের ব্রাহ্মণ বলিয়া যাহারা বিখ্যাত, তাহাদের মধ্যে পঞ্চ গোত্রেরই ব্রাহ্মণ আছে, ইহারা সামগ এবং কতক গুলি যজুঃও আছে, সকলেই পবিত্র কুলোদ্ভব, সকলেরি বেদাধিকার আছে, এবং আপন কর্ত্তব্য সন্ধ্যাবন্দনাদিও করিয়া থাকেন। (অবিদ্যোবা সবিদ্যোবা ব্রাহ্মণো মামকংতনুঃ) সাক্ষান্নারায়ণ কহিয়াছেন, ব্রাহ্মণ বিদ্যাধ্যয়ন করুক বা নাই করুক ইহারা আমার দেহ স্বরূপ। দৈবাধীনং জগৎসর্ব্বং মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ। তেমন্ত্রা ব্রাহ্মণাধীনা স্তস্মাৎ ব্রাহ্মণ দেবতা) এই অখিল জগৎ দেবতাদিগের দত্ত ফলের অধীন, সেই দেবতা সকল আবার মন্ত্রের অধীন, মন্ত্র সকল আবার ব্রাহ্মণের অধীন, অতএব ব্রাহ্মণই দেবতা। আর স্বর্গই ইহাদেব আবাস ভূমি, যেমন গৃহস্থ ব্যক্তি স্থানান্তরে গমন করিলে গৃহ তাহার মনকে সর্ব্বদা আকর্ষণ করিতে থাকে। গৃহী যেমন তত্রত্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে, ইহারাও এই কর্ম্ম ভূমিতে জগতের মঙ্গল জনক কার্য্য করিয়া পুনঃ স্বর্গেই প্রতিগমন করেন। ভগবান গোলোকপতি হরি যে ব্রাহ্মণ জাতির মান রাখিবার জন্য হৃদয় মধ্যে ভৃগুপদ চিহ্ন ত্রিকাল ধারণ করিতেছেন।

সেই নিস্কলঙ্ক ব্রাহ্মণ জাতি আজ কি না সুবর্ণ বণিকের ব্রাহ্মণ বলিয়া শূদ্র সমাজেও হেয় হইয়া রহিয়াছেন। পরাশর কহিয়াছেন (পতিরেক গুরুঃস্ত্রীণাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণোগুরুঃ) স্ত্রীলোকদিগের পতিই এক মাত্র গুরু এবং ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের ব্রাহ্মণই গুরু। যদি ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করা হইল, সুতরাং গুরু এবং ব্রাহ্মণ মুখোদ্ভূত মন্ত্র ও মন্ত্র প্রতিপাদ্য দেবতা এই সকলেরই অবজ্ঞা হইল। বল দেখি, ইহাদের নরক কি দুর্লভ, পাপই না সকলকে অধঃপতন করাইবার প্রধান কারণ, সুতরাং সমাজ আর পূর্ব্ব মত থাকিবে কেন এই সকল ইহার বিসময় ফল।

কালে কিছুই থাকে না (কলনাৎ সর্ব্ব ভূতানাং সকালঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। কলনাৎ লয়করণাৎ ইতি স্মার্ত্তঃ) যিনি সকলের লয় করেন এই জন্য মুনিরা তাঁহাকে কাল কহিয়াছেন। (যে সমর্থাজগত্যস্মিন সৃষ্টি সংহারকারিণঃ। তেপি কালেন লীয়ন্তে কালোহি বলবত্তরঃ) যাঁহারা এই জগতে সৃষ্টিকর্ত্তা, স্থিতিকর্ত্তা এবং প্রলয়কর্ত্তা,কাল কর্ত্তৃক তাঁহারাও লীন হইয়া থাকেন। অতএব সকল অপেক্ষা কালই বলবান্। উদ্দেশ্য এই, সুবর্ণ বণিক্‌দিগকে এক সময় বল্লাল সেন পতিত বলিয়া ঘোষণা করিয়া কলঙ্কী করিয়াছিলেন, আবার বর্ত্তমান সময়ে দেখা যাইতেছে যে, সে কলঙ্কের আর দাগও নাই বরং পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হইয়াছে, কারণ পূর্ব্বে অল্প সংখ্যক সুবর্ণ বণিক্ ছিল, এখন বহুগুণে বৃদ্ধি পাই-

য়াছে। পূর্ব্বে ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে বা ইহাদের দ্রব স্পর্শ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত, এখন স্পর্শ করা দূরে থাকুক, অনেক ব্রাহ্মণ পাকশালার গৃহিণী হইয়া পরিবেশন করিতেছেন। পূর্ব্বে ইহাদিগের দান গ্রহণ করিলে রাজাজ্ঞায় পতিত হইতে হইত, এখন ইহাদের আদ্যশ্রাদ্ধের অগ্রদানি ব্রাহ্মণ হইলেও নিন্দিত নহেন। পূর্ব্বে অবগাহন এবং জল পান করিয়া যদি শ্রবণ করিত যে, সুবর্ণ বণিকের পুষ্করিণী, তৎক্ষণাৎ গোময় মৃক্ষণ ও গোময় গোমূত্র প্রভৃতি নপা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধিত হইতেন। এখন অনেকেই আবার সেই সুবর্ণ বণিকের বাটীতে উত্তম গালিচাসনে উপবেশন করিয়া থাজা গজাও ত্যাগ করিবার আবশ্যক রাখেন না।—— ইতি শ্রীবিদ্যারত্ন উপাধিক কন্দর্প মোহন ভট্টাচার্য্য বিরচিত বণিক্ কুল পুস্তকে প্রথমঃ প্রকোষ্ঠঃ ॥

——০ঃ০ঃ০——

যোহন্তস্তিষ্ঠন্নশেষস্য পশ্যতীশঃ শুভাশুভং।
তং সর্ব্বশাক্ষিণং বিষ্ণুং নমস্যামীশ্বরং পরং।

ইক্ষ্বাকু বংশোদ্ভব বৃহদ্বল নামে রাজা, যিনি ভারত যুদ্ধে অভিমন্যু হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। সেই বৃহদ্বলের পুত্র বৃহৎক্ষণ, বৃহৎক্ষণের পুত্র উরুক্ষয়, উরুক্ষয়েরপুত্র বৎস, বৎসের পুত্র বৎস্যবূহ, বৎস্যবূহের পুত্র প্রতি-ব্যোম। প্রতিব্যোমের পুত্রদিবাকর, দিবাকর হইতে সহদেব, সহদেব হইতে বৃহদশ্ব, তৎপুত্র ভানুরথ, ভানুরথের পুত্র প্রতীতাশ্ব। প্রতীতাশ্বের পুত্র সুপ্রতীক, তৎপুত্র মরুদেব, মরুদেব হইতে সনক্ষত্র, তৎপুত্র কিন্নর নামে উৎপন্ন হন। সেই কিন্নরের পুত্র অন্তরীক্ষ, তৎপুত্র সবর্ণ, সবর্ণ হইতে মিত্রজিৎ, মিত্রজিতের পুত্র বৃহদ্রাজ, বৃহদ্রাজ হইতে ধর্ম্মী। এবং ধর্ম্মী হইতে কৃতঞ্জয়, কৃতঞ্জয়ের পুত্র রণঞ্জয়, তৎপুত্র সঞ্জয়, সঞ্জয় হইতে শুদ্ধোদন, তৎপুত্র শাক্য হইয়াছিলেন। তৎপুত্র রাহুত, রাহুতের পুত্র সুষেণজিৎ, সেই সুষেণজিতের প্রষেণ এবং ক্ষুদ্রক নামে দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ক্ষুদ্রকের বংশ ক্রমে ক্রমে সুমিত্র পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় থাকিয়া পশ্চাৎ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে।

ইক্ষ্বাকূনাময়ং বংশঃ সুমিত্রান্তোভবিষ্যতি।

প্রষেণ হইতে পঞ্চবর্ণিক উৎপন্ন হইয়াছে।

গোবর্দ্ধন মিশ্র কর্জ্জনা সমাজের পূর্ব্ব সুবর্ণ বর্ণিকদিগের কুলপদ্ধতি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

জাতঃ সূর্য্যকুলে সুষেণ জিদসৌ খ্যাতশ্চ ভূমণ্ডলে
পুত্রস্তস্য প্রষেণ গৌরববৃতঃ ইত্যাদি।

সূর্য্যকুলে সুষেণজিৎ নামক রাজা বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহার প্রষেণ নামক পুত্র হয়, প্রষেণ কনকা নাম্নী বৈশ্যকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সেই কনকার গর্ব্বে প্রষেণের সনক নামক পুত্র হয়। সনক সূর্য্য বংশোদ্ভব হইলেও লোকে তাঁহাকে কনকক্ষেত্রী কহিত, কারণ যথা———

কনকা গর্ব্ভসম্ভূতঃ সনকোবণিগুত্তমঃ।
সনকং কনক ক্ষেত্রী কথ্যতে ইতি কারণাৎ॥

সনক বৈশ্য কন্যাকনকার গর্ব্ভ হইতে উৎপন্ন অতএব লোকে সনককে কনক ক্ষেত্রী কহিত।

সনক আবার বৈশ্যকন্যা বরাটি (কা) নীকে বিবাহ করেন।

ভার্য্যাযস্য বরাটিনী বৈশ্যাঙ্গজাসুন্দরীত্যাদি
সনকঃ কনকক্ষেত্রী যস্য ভার্য্যা বরাটিনী।
জাতাস্তস্যাং পঞ্চ পুত্রা অযোধ্যা পুরবাসিনঃ॥

পরে বরাটিনীর গর্ব্ভে সনকের পাঁচটী পুত্র উৎপন্ন হয়, সকলে অযোধ্যার রামগড় নামক স্থানে বাস করিতেছিল।
তেষাংনামানি।
জয়পতি জ্যেষ্ঠ পুত্রশ্চ শিবনাম চতুষ্টয়ং।
শিবশ্চ শিবদাসশ্চ শিবরামঃসদাশিবঃ॥

জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়পতি, দ্বিতীয় শিব নামক, তৃতীয় শিবদাস, চতুর্থ শিবরাম, পঞ্চম সদাশিব। সনক ইহাদিগকে সুবর্ণ শঙ্খ গন্ধ মাণিক্য কাংস্য এই পাঁচটী ব্যবসায় নিরূপণ করিয়া দেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়পতিকে সুবর্ণ, শিবকে শঙ্খ, শিবদাসকে গন্ধ, শিবরামকে মাণিক্য সদাশিবকে কাংস্য।

আদিত্য বংশোদ্ভব বিপ্রপ্রিয় ধার্ম্মিক বণিগগ্রণী জয়-

পতির যশোরাশি, শুভ্রবর্ণে প্রধাবিত হইয়া, দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করিলে লোকে জয়পতিকে মূর্ত্তিমান চন্দ্র বোধেই যেন চন্দ্র উপাধি প্রদান করেন। সেই আদ্য স্বুবর্ণ বর্ণিক জয়পতির পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাদির ক্রমে ক্রমে পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাদি জন্মিলে বহুসংখ্যক স্বুবর্ণ বর্ণিক হইয়া উঠিল। উহারা সকলে জয়পতি চন্দ্রের সন্তান, স্বুতরাং চন্দ্র উপাধি বিশিষ্ট কিন্তু সকলেরই অন্তর্ভূত চন্দ্র উপাধি থাকিলে ও পঞ্চদশ মহাত্মা পঞ্চদশ উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সোম ভদ্রদেয়, শূলপাণি দত্ত, শ্রীধর আঢ্য, মেঘনামক মহাত্মাশীল, রাজারাম সিংহ, শ্রীপতিধর, কমলাকান্ত বড়াল, গুণাকর পাল, গণেশ্বর নাথ, বাণেশ্বর মল্লিক, হরিহর নন্দী, হিরণ্য বর্দ্ধন, দিবাকর দাস, মহানন্দ লাহা, পুরন্দর সেন। অনেকের মনে সংস্কার আছে দেয় হইতেই মল্লিক হইয়াছে এই জন্য তিন খানি কুলজী গ্রন্থ দেখাগেল যে মল্লিক একটি স্বতন্ত্র উপাধি আছে এবং দেয় শীল ও মৌলিক হইতে ও হইয়াছে।

কেহ লেখেন, যখন আদিশূর নামক রাজা এদেশে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন কতক গুলি বণিক স্বীয় পুরোহিত স্বারস্বত ব্রাহ্মণ জ্ঞান চন্দ্র মিশ্রকে সমভিব্যাহারে করিয়া আদিশূরের রাজ্য মধ্যে আগমন করেন। পরে বহুমূল্যের দ্রব্য সকল রাজাকে ভেট দিয়া পরিচয় প্রদান করিলে, মহারাজ আদিশূর সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়া ব্রহ্ম পুত্র নদের তীর বর্ত্তী একটি গ্রাম প্রদান করেন। তাঁহারা সেই স্থানে স্বুবর্ণ ব্যবসায় বিস্তার করিলে সেই গ্রামের নাম স্বুবর্ণ গ্রাম বা স্বর্ণ গ্রাম হইয়াছে, অদ্যাপি সেই নাম বর্ত্তমান আছে পশ্চাৎ মহারাজ আদিশূর তাঁহাদের মর্য্যাদা সূচক স্বুবর্ণ বণিক্ উপাধি প্রদান করিয়া ছিলেন, যথা—স্বর্ণ বাণিজ্য কারিত্বা

দত্রাস্থিত বিশাংময়া । সুবর্ণ বণিগিত্যাখ্যা দত্তা সম্মান বৃদ্ধয়ে
আমার রাজ্য মধ্যে অবস্থান করিতেছেন যে
বণিক্ সকল ইহাদের সুবর্ণের বাণিজ্য করণ হেতুক এবং
সম্মানবৃদ্ধির নিমিত্ত সুবর্ণ বণিক্ উপাধি প্রদান করিলাম ।।
তাৎপর্য্য ইহাদিগকে সকলে বণিক্ বর্ণিক বা কনক-ক্ষেত্রী
বলিত, আদিশূর হইতে সুবর্ণ বণিক্ উপাধি পাইয়াছেন ।

পূর্ব্বে অযোধ্যানিবাসী নাথ, চন্দ্র, ধর, বড়াল, দাস এই উপাধির বণিক্ শ্রেষ্ঠ পাঁচজন, বাণিজ্য লালসায় গৌড় দেশে আগমন পূর্ব্বক গৌড় নগরের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিল। এই গুলি উত্তররাঢ়ি-বণিক্ দিগের কুলজী গ্রন্থে দেখাযায় । ঐ সময় উজ্জয়িনী নগরের বিক্রমাদিত্য নামক রাজা গন্ধবণিক ধনপতি সওদাগরকে কহিলেন, আমি অবগত হইলাম, তুমি বাণিজ্যার্থ গৌড় দেশে গমন করিবে, ভাল ! আমার জন্য অশীতিপল নির্ম্মল সুবর্ণ আনিও। ধনপতি তথাস্তু বলিয়া শুভক্ষণে গৌড় দেশে গমন করিয়াছিলেন। এক দিন সুবর্ণ ক্রয় করিবার মানসে তথায় যাইয়া দেখিলেন বণিক্গণ বিচিত্র আসনে উপবেশন করিয়া আছেন । পরে পরিচয় জিজ্ঞাসায় তাহারা কহিল, আমরা কনক ক্ষেত্রী, শঙ্করনাথ, বারানসী চন্দ্র, শিবানন্দ ধর, নরহরি বড়াল, কর্ণেশ্বর দাস এই আমাদের উপাধির সহিত নাম, সকলে সুবর্ণ বণিক্ । ধনপতি ও কনক ক্ষেত্রী সুতরাং একত্র অবস্থানাদিতে হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল ।

ঐ ধনপতি সওদাগরের সহিত বণিক্শ্রেষ্ঠ পাঁচজন উজ্জয়িনী নগরে আগমন করিলে, উজ্জয়িনী নাথ বিক্রমাদিত্য উহাদিগকে অজয় নদীর দক্ষিণ ও উজানী অর্থাৎ পশ্চিম প্রবাহিনী কুণুর নদীর উত্তর স্থানে বাস প্রদান

করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও ঐ স্থানটি উজানী বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, এবং ধনপতির পুত্র শ্রীমন্তের স্থাপিতা শুভমঙ্গল চণ্ডী দেবী অদ্যাপি রহিয়াছেন। পশ্চাৎ আর একাদশ উপাধির বণিকগণ আসিয়াছিল, কিন্তু উপরিউক্ত পঞ্চবণিকের বংশীয় লোক সকলকে উত্তররাঢ়িরা কুলীন করিয়া রাখিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে এতদ্দেশে ষোড়শ প্রকার বণিকের বংশ বিস্তার হইলে বহুল বণিক্ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

কোন কোন মহাত্মা লেখেন যে সুবর্ণ বণিকেরা মহদ্বংশ সমুদ্ভূত ও আদি হইতে ধনবান, তবে যে কি কারণে শূদ্রের ন্যায় এক মাস অশৌচ প্রতিপালন করেন তাহা বলা যায়না।

শুদ্ধ্যেদ্বিপ্রোদশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রোমাসেন শুদ্ধ্যতি॥

ব্রাহ্মণ দশদিনে, ক্ষত্রিয় দ্বাদশদিনে, বৈশ্য পঞ্চদশদিনে, এবং শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হইয়া থাকে। এ স্থলে গ্রন্থকারের বক্তব্য এই যে, বণিক্ সকল যেমন প্রচুর ধনশালী এদিকে আবার বিদ্বদ্ব্রাহ্মণগণের অনুগত থাকিত. তাহাদেরই বাক্যানুসারে মাসাশৌচ প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে, যে হেতু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির শূদ্রত্ব প্রাপ্তির প্রতি শাস্ত্রে প্রমাণ আছে, যথা বিষ্ণু পুরাণে———

ততঃ প্রভৃতি শূদ্রাভূপালা ভবিষ্যন্তি।

নব্যস্মৃতিকার মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য শুদ্ধি তত্ত্বে লিখিয়াছেন, যথা মনুঃ——

শনকৈস্তু ক্রিয়া লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥

তাৎপর্য্য এই যে ক্ষত্রিয়াদি জাতি সকলের অগ্রে

অঙ্গে ক্রিয়া লোপ হেতুক এবং ইহারা বেদাদি অধ্যয়ন না করায় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং বণিক্ মাত্রেই সূর্য্য প্রভব বংশোদ্ভব হইলেও শাস্ত্রের সম্মান রক্ষা করিয়া মাসাশৌচ প্রতিপালন করিতেছেন, এবং এই জন্যই উপ- বীত ধারণ করেন্ না। আর শাস্ত্রের প্রমাণ মত আচরণ করাও সুস্পষ্ট মহদ্বংশ সূচক ॥

উত্তর রাঢ়ী।

ইহাদেরও কুলীন মৌলিক কষ্টমৌলিকাদি আছে—নাথ, চন্দ্র, ধর, বড়াল ও দাস এই উপাধির অনেকে কুলীন. এতদ্ভিন্ন মৌলিকও আছে। গ্রন্থকার আপন সমসাময়িক উত্তর রাঢ়ীর কুলিনগণ যে যে স্থানে বাস করিতেছিলেন লিখি- য়াছেন, গ্রাম ব্রাহ্মণপাড়া, এড়ুয়ার, রাধানগর, মঙ্গলকোট, শ্রীখণ্ড, সোনারুন্দী, বেলুন, দত্তবড়ে. শীমলুন, পাঁচবেড়্যা. আমডাঙ্গা, ঘোড়ানাশ, মোদপুর, ডানহাট, কাটোয়া, শিরুলী, কালীগঞ্জ, সেরপুর, বেতডেউরী, পাঁচথুবী, মুনটি, জেম- কান্দি, কাঁদরা, পাচ্ছায়া, কেতুগ্রাম, গোকর্ণ, চোকৃটা, মদনপুর, দলিতাবাজার, জলঙ্গী। আর মৌলিকগণও ভেদিয়া, মঙ্গলকোট, বেতডেউরী. যশোহর, প্রভৃতি স্থানে এবং কষ্টমৌলিক ও অতিকষ্টমৌলিকগণ বনপাশ, দীর্ঘ- নগর, মানকর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছে। কুলমর্য্যাদা একশত এক টাকা, বিবাহাদি কার্য্য দক্ষিণ রাঢ়িদিগের ন্যায় তবে কন্যাদানের পর বরকন্যার অন্যান্যে অবলোকন নাই কিন্তু ঐ সময়, কন্যাকর্ত্তা পাত্রকে কহিয়া থাকেন, গঙ্গাজল বনের ফল, অমুকী নামে কন্যা আমি তোমাকে অর্পণ করি- লাম, ভরণ পোষণের ভার তোমার, স্নেহের ভার আমার। আর বাটা ধরা একটী কার্য্য আছে, প্রথম আশীর্ব্বাদ করিবার

দিন সভা স্থাপন হয়, ঐ সভায় কন্যাকর্ত্তা বাটার একাংশ ও বরকর্ত্তা অন্যাংশ গ্রহণ করিয়া পরস্পর সম্মুখ হইলে কন্যাকার্ত্তা বঙ্গভাষায় কহেন, অমুকের পুত্র অমুকের সহিত আমার কন্যা অমুকীর শুভ সম্বন্ধ স্বীকার করিলাম, রাজদৈব দেবদৈব বাদে অমুক তারিখে শুভলগ্নে কন্যা পাত্রস্থা করিব। আবার কন্যাদানের পর ঐ মত দাঁড়াইয়া কন্যাকর্ত্তা কহেন, অমুকের পুত্র অমুকের সহিত, আমার কন্যা অমুকীর, শুভ সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছিলাম, অদ্য দান করিয়া প্রতিশ্রুত হইতে মুক্ত হইলাম। অপর বরণের সময় ছায়ামণ্ডপের উত্তর দিকে, কন্যাকর্ত্তা পূর্ব্বমুখ হইয়া ও বর উত্তর মুখ হইয়া উপবেশন করেন। এবং পরদিন বর কন্যার বিদায় কলীন বাগীশ্বরী পূজা হইয়া থাকে ও সপ্তপদী গমন, ধ্রুবদর্শন, শীলাক্রামণ, এ গুলি আছে। কুলীন সকলের সিদ্ধকুল।। ইহারা পূর্ব্ব সমাজচ্যুত হইলেও বর্ত্তমান সময়ে, ব্রাহ্মণপাড়া ইহাদিগের সমাজ স্থান, কারণ ঐ স্থানে নাথ, চন্দ্র, ধর, দাস এই চারি প্রকার কুলীন দেখা যায়,অন্যত্রে তাহা নাই। কুলীনের দোষ গুণ বিচার দক্ষিণরাঢ়ী দিগের ন্যায়।।

ফতেসিংহ—ইহারা মুরশিদাবাদের পূর্ব্ব কালান্তর প্রভৃতি গ্রামে বাস করে, বিবাহাদি কার্য্য উত্তর রাঢ়ি দিগের ন্যায় কিন্তু পরদিবস বাগীশ্বরী পূজার সময় সিন্দুর দান হইয়া থাকে এই দলস্থ বণিক দিগের কুলজী গ্রন্থে দেখা যায়, যখন পাচ্ছারা ও মঙ্গলকোট গ্রামে উত্তর রাঢ়িদিগের সমাজ স্থান ছিল, তখন ইহারা ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুঃখীও অনেক আছে, সুতরাং স্বয়ং কৃষিকার্য্য করাই এক প্রকার জীবিকা হইয়াছে।

দক্ষিণরাঢ়ী ও সপ্তগ্রামী বণিকগণ যখন মিশ্রভাবে

ছিলেন, তৎকালে কর্জনা নিবাসি গোবর্দ্ধন মিশ্র সুবর্ণ বণিক্ গণের কুলজী রচনা করেন তাহার সূচনা—গৌড়মণ্ডলের দক্ষিণ, বণিক স্থান কর্জনা নগরীর অমর মল্লিকের পদ্মিনী নাম্নী পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল, যবন রাজা সেই পদ্মিনীকে অতীব সুন্দরী ও অদত্তা জানিয়া বল পূর্ব্বক গ্রহণ করেন। কথিত আছে এই কারণে রায়ের পুষ্করিণীর পাহাড় মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানদিগের একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সেই হইতে উক্ত পুষ্করিণীর ও গর্দ্দানমারী আর একটি নাম হইয়া রহিয়াছে, সেই অসহ্য ঘোরতর সংগ্রাম হইতে যবন রাজা পলায়ন করিলে বণিক্ সকল হাহাশব্দ করিয়া শোক প্রকাশ করত অমর মল্লিককে ধূলি-ধূসরিত রোরুদ্যমান দেখিয়া, তাহার শোকাপনোদন করিয়াছিলেন, কহিয়াছিলেন অমর! এ সকল দৈবকৃত-- তুমি ধীর, শান্ত, সুবিচক্ষণ হইয়া, অজ্ঞের ন্যায় কেন শোকাভিভূত হইলে। দেহিদিগের শোক একটী পরম শত্রু দেখ এক শত্রু কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া অন্য শত্রুর আশ্রয় গ্রহণ করা কি বিজ্ঞের কার্য্য? অনন্তর, অমর মল্লিক শোক সংবরণ পূর্ব্বক বণিক্ সকলের সমভিব্যাহারে, পরম পূজ্য পুরোহিত গোবর্দ্ধন মিশ্রের নিকট, গমন করিয়া চরণ তলে প্রণতির সহিত পতিত হইয়া কহিয়াছিলেন, মহাভাগ! আপনি সকলের হিতকারক, এখন আমার যাহাতে মঙ্গল বিধান হয় করুন্! পরে দ্বিজোত্তম মিশ্র সুপ্তমীনের ন্যায় ক্ষণকাল নিশ্চেষ্ট থাকিয়া অর্থাৎ জ্ঞানযোগে ভবিষ্যদ্বার্ত্তা অবগত হইয়া কহিলেন, অমর! তোমার ভয় নাই, তুমি একাকী যবন রাজার নিকট গমন কর এ বিষয়ে সন্দেহ করিওনা নিশ্চয় তোমার মঙ্গল হইবে, অতএব শীঘ্র গমন কর। পরে

অমর মল্লিক, দ্বিজবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া এবং বণিক দিগের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া যবন রাজার নিকট গমন করিয়াছিলেন। যবনাধিপতি ও মল্লিকের পরিচয় জানিয়া মহাসমাদর প্রকাশ করেন এবং কএকদিন হিন্দুসহবাসে ও আপন নিকটে রাখিয়া অজবর্খাঁ উপাধি প্রদান করেন। কহিয়াছিলেন, অজবর্খাঁ! আমার নিকট যে কারণে আসিয়াছ তাহা বুঝিয়াছি, তুমি আপন জাতির অব্যবহার্য্য হইয়াছ, ভাল, তোমার এই কার্য্যে যাহা ব্যয় হইবে, তাহা রাজকোষ হইতে লইয়া যাও। আর বোধ হয় তুমি অবগত আছ হিন্দুদিগের মতে রাজার ধন অপবিত্র নহে। অজবর্খাঁ! এই আমি তোমায় অষ্টোত্তরশত গ্রাম প্রদান করিলাম, কেমন, ইহাতে তোমার এক প্রকার চলিতে পারিবেক? অশ্ব হস্তী ও দাস সকল অগ্রেই গমন করুক! অনন্তর অমর মল্লিক এই প্রকার অবস্থান করিয়া কন্যাদত্ত রত্ন সকলও গ্রহণ করিয়া আপন আলয়ে আগমন করিয়াছিলেন। পরে দ্বিজোত্তম মিশ্র পূর্ব্বেই অবগত আছেন, তথাপি প্রণত অমরকে কহিলেন, অমর! কেমন, তুমি সুখে আগমন করিয়াছ? তোমার অবয়ব দেখিয়াই ফলসিদ্ধি বোধ করিয়াছি, যাহা পাইয়াছ তাহাতে সমন্বয় কার্য্য সম্পন্ন হইলেই মঙ্গল। তোমার মাতুল জগন্নাথ শীলকে আমার নিকট আনয়ন কর, তিনি সমন্বয় স্থান নির্ম্মাণ করাউন এবং আমরা উভয়ে উজ্জাবনী নগরীতে গমন করিয়া সুকবি কুলীন শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদাসচন্দ্রকে আনয়ন করি, তাঁহার দ্বারা প্রায়ই কার্য্য সকল সম্পন্ন হইবে, পশ্চাৎ বিহরণ নিবাসি লক্ষ্মণ দত্তকে আনয়ন করিতে হইবে। অনন্তর অমর মল্লিক জগন্নাথ শীলকে সমন্বয় স্থান নির্ম্মাণ জন্য

বলিয়া মিশ্রের সহিত কৃষ্ণদাস চন্দ্রের নিকট গমন করিলে তাহারা উজাবনী হইতে তিন জন মিশ্রের সহিত কর্জনায় আগমন করিয়াছিলেন, পশ্চাৎ অমর মল্লিক মাতুল জগন্নাথ শীলের সহিত বিহরণ গ্রামে গমন পূর্ব্বক লক্ষ্মণ দত্তকে আনিলে, লক্ষ্মণ দত্ত কহিয়াছিলেন, অমর! তুমি কোন চিন্তা-করিওনা। — মিশ্র মহাশয়, কৃষ্ণদাস চন্দ্র এবং আমি, আমা-দের অব্যর্থ পরামর্শ। ক্রমে গ্রামে গ্রামে পত্র লোক বা স্বয়ং গমন করিলে, কর্জনা নগরীতে বণিক্ সকল আগমন করিয়াছিল। পরে কৃষ্ণদাস চন্দ্র অমরকে সঙ্গে লইয়া সপ্তগ্রামে গমন করেন, তথা হইতে আদ্য বণিকের সন্তান অষ্টরাঢ়ি-বণিক্ গণকে আনয়ন করেন, আর সমানীত বণিকগণকে ত্রিপক্ষ পর্য্যন্ত ভোজ্যাদি প্রদান করত তাহাদি-গকে বিশেষ সন্তোষ করিয়া অমর মল্লিক গললগ্নবাস হইয়া বণিক্ সকলকে কহিয়াছিলেন, আমি আপনাদের শরণাপন্ন। অদ্য আমার গৃহে অনুগ্রহ করিয়া অন্নগ্রহণ করিবেন, ইহাতেই আমাকে পবিত্র করা হইবে, আর সকলে এই স্থানে বাস করুন। এই প্রকার সমন্বয় কার্য্য সম্পন্ন হইলে বণিকগণকে গৃহ বস্ত্রাদি ও নানা ধন দিয়া খড়্গেশ্বরি-নদীর দক্ষিণ এক ক্রোশ পর্য্যন্ত বাস করাইয়াছিলেন, শকাব্দা চৌদ্দ-শত চৌদ্দশকে এই ব্যাপার উপস্থিত হয়, ঐ সময় গোবর্দ্ধন মিশ্র কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে বণিক্ দিগের কুল-পুস্তক নির্ম্মাণ করেন। এই ক্রমে বণিক্ সকল দিন দিন নূতন নূতন সুখ অনুভব করিয়া মহানন্দে বাস করিতে ছিলেন।

অমরেণ কৃতং কর্ম্ম ন ভূতং ন ভবিষ্যতি — অমর কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্ম তুল্য কর্ম্ম কখন হয় নাই ও হইবেক না॥

এই অমর মল্লিকের সমসময় কালীন গোবৰ্দ্ধন মিশ্র ১৪১৪ শকে বণিক্‌গণের যে কুল-পুস্তক লেখেন, তাহাতে এই সকল বণিকের এক একটি খ্যাতি বাঁধিয়া গিয়াছেন।

সূর্য্যবংশোদ্ভব আদ্য বণিক্ জয়পতির সন্তানের মধ্যে চন্দ্রেরা রোহিতাগিরি, আঢ্যেরা বসনাশন, দেয়েরা কিরণাকর, দত্তেরা সুধাকর, শীলেরা কলশাঙ্কুর, সিংহেরা বর্ষাপণ, ধরেরা বলদণ্ডি, পালেরা ভূরুসাপণ, বড়ালেরা করনাটক, নাথেরা সুচাঁচর, মল্লিকেরা রজনাকর, নন্দীরা প্রভাকর, বৰ্দ্ধনেরা কুসুমাকুল, দাসেরা গুঞ্জামণি, লাহারা পত্রাশনি ও সেনেরা পুষ্পাঞ্জলি, খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাকে খ্যাতিবন্ধ কহে। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি খ্যাতিবন্ধ আছে। এই সকল বণিকের গোষ্ঠিপতি, কুলীন, বংশজ, গৌণবংশজ, মৌলিক, কষ্টমৌলিক, অতিকষ্টমৌলিক, ও রাঢ়া আছে। গোষ্ঠিপতি দুই, পতিরাজ দেয় ও নীলাম্বর দত্ত। আর কৃষ্ণদাস চন্দ্র, অনন্ত আঢ্য, গোপাল দেয়, কুলপতি দত্ত, মধু চন্দ্র জগন্নাথ শীল এই পঞ্চ প্রামাণিক কুলীন। আদান প্রদানত্বই কুলীনত্ব, সেই আদান প্রদান তিন প্রকার। সজ্জ, সমাবেশ ও নিন্দা। উত্তমের সহিত সম্বন্ধ করা সজ্জন কৰ্ম্ম, সমাবেশ সমান কৰ্ম্ম, নিন্দা নিন্দিত কৰ্ম্ম; যে কুলীন, জ্যেষ্ঠ কন্যা-পুত্রের সজ্জ সমাবেশ রূপে আদান প্রদান করেন, তিনি অতিশুদ্ধ কুলীন, আর এইরূপ কার্য্য করিয়া যদি অন্যান্য কন্যা-পুত্র গণের রাঢ়াতে, বংশজে, গৌণবংশজে, ও মৌলিকে দান গ্রহণ করেন, তবে তাহার দোষ হয় না, কিন্তু কষ্টমৌলিকের সহিত বিবাহ দিলে কুল যায়। আর কুলীন হইয়া যদি নিন্দিত কৰ্ম্ম করে তবে কষ্টমৌলিকের ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, পশ্চাৎ যদি

তন পুরুষ পর্য্যন্ত কুলীনে আদান প্রদান করে, তবে পুনর্ব্বার কুলপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাকে মত্তভঙ্গকুল কহে। কুল তিন প্রকার। সজ্জন, শুদ্ধভাব, ও বিসর্জন। স্বয়ং কুলীন, শ্বশুর কুলীন, করণ, ও কুলীনে তাহাকে সজ্জন কহে। স্বয়ং কুলীন, শ্বশুরকুলীন, মাতামহ কুলীন, তাহাকে শুদ্ধভাব কহে। এবং রাঢ়ী, বংশজ, গৌণবংশজ, ও মৌলিকে দান গ্রহণ রূপ যাহার কুল, তাহার বিসর্জ্জন খ্যাতি। আর যে কুলীনের পুত্র নাই সে যদি ইহাদিগকে কন্যাদান করে, তাহাতে দোষ হইয়া থাকে। কুলীন দুই প্রকার, প্রকৃত মুখ্য ও সাধন মুখ্য, কিন্তু সাধন মুখ্য অপেক্ষা প্রকৃত মুখ্য শ্রেষ্ঠ। প্রকৃত মুখ্য পঞ্চ প্রামাণিক, সাধন মুখ্য পতিরাজ দেয় এবং নীলাম্বর দত্ত, এই সাধন মুখ্যের কন্যা গ্রহণ করিলে প্রকৃত মুখ্যেরা দুই সুবর্ণ পণ পাইয়া থাকেন এবং সাধন মুখ্যেরা যদি প্রকৃত মুখ্যের কন্যা গ্রহণ করেন, তবে এক সুবর্ণ পণ প্রাপ্ত হয়েন। এই প্রকার রাঢ়ী ও কুলীনে সম্বন্ধ হইলে কুলীন শ্রেষ্ঠ, সুতরাং কুলীনে সুবর্ণত্রয় প্রাপ্ত হয়েন। গৌণবংশজ ও কুলীনে সম্বন্ধ হইলে কুলীনে ছয় সুবর্ণ পাইয়া থাকেন, আর মৌলিক ও কুলীনে সম্বন্ধ হইলে কুলীনে সপ্ত সুবর্ণ পণ পাইয়া থাকেন, কিন্তু যে মৌলিক দশপুরুষ পর্য্যন্ত কুলীনে দানও গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, সেই মহৎ-কুলোদ্ভব মৌলিক যদি কুলীনে দানও গ্রহণ করেন, তবে তাহাকে পণ দিতে হয় না, কেবল যথাশক্তি অলঙ্কারাদি কুলমর্য্যাদা কারণ (কুলীনের সহিত কুলীনের সম্বন্ধের ন্যায়) দিবেন। রাঢ়ী ও বংশজের সম্বন্ধে রাঢ়ী শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা এক সুবর্ণ পণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই প্রকার রাঢ়ী ও গৌণবংশজ সম্বন্ধে রাঢ়ী শ্রেষ্ঠ, তাহারা দুই সুবর্ণ পণ এবং রাঢ়ী ও মৌলিক দান

গ্রহণে রাঢ়ী শ্রেষ্ঠ, তাহারা সুবর্ণত্রয় পণ পাইয়া থাকেন এই প্রকার রাঢ়ীতেও কষ্টমৌলিকে কিম্বা অতি কষ্টমৌলিকে দান গ্রহণ হইলে, রাঢ়ীরা পঞ্চ সুবর্ণ পণ পাইয়া থাকেন। বংশজ যদি গৌণবংশজে দান গ্রহণ করে তবে বংশজ শ্রেষ্ঠ সুবর্ণ পাদ পণ পাইয়া থাকেন। আর বংশজের সহিত যদি কষ্টমৌলিকের কিম্বা অতি কষ্টমৌলিকের দান গ্রহণ হয়, তবে বংশজেরা এক সুবর্ণ পণ পাইয়া থাকেন। মৌলিক ও গৌণবংশজের সম্বন্ধে দুই সুবর্ণ পণ, আর কষ্ট-মৌলিক ও অতিকষ্টমৌলিকের সহিত গৌণবংশজের সম্বন্ধ হইলে তিন সুবর্ণ পণ।

সাগর বড়ালের সম্মানি মর্য্যাদা, তাঁহার সহিত কুলী-নের সম্বন্ধে কুলীনেরা কুলমর্য্যাদা কারণ পণ এক মুদ্রা পাইয়া থাকেন। আর রাঢ়ী ও সম্মানির দান গ্রহণে সমান। আর সম্মানির সহিত বংশজ, গৌণবংশজ, মৌলিক, কষ্টমৌলিক, অতিকষ্ট মৌলিকের যদি সম্বন্ধ হয় তবে সুবর্ণত্রয়, সম্মানির প্রাপ্য হইয়া থাকে। সম্মানিরা বণিকের শ্রেষ্ঠ, ইহাদের পুরুষানুক্রমে, মর্য্যাদা আছে, আদ্য বণি-কের সন্তান, অহঙ্কারে কুল গিয়াছে। ইহার পর কুল ব্যবস্থা যথা—

যৎকুলং শুদ্ধসম্পন্নং ত্রিকুলং দোষ বর্জিতং।
মর্য্যাদা হ্যধিকংতস্য সপূজ্যঃকুলীনাগ্রণীঃ॥

কুলীনের সহিত কুলীনের সম্বন্ধ হইলে যাহার তিন কুলে দোষ নাই তাহারি মর্য্যাদা অধিক।

ত্রিকুলে করণংনাস্তি যৎকুলং ভাববর্জিতং!
সকুলীনঃ সভামধ্যে অগ্রাহ্যো মান বর্জিতঃ॥

যাহার তিন কুলে উত্তম করণ নাই এমত ভাব বর্জ্জিত কুলীন সভামধ্যে অগ্রাহ্য ও মান্য রহিত।

ভঙ্গভাব কুলংযস্য দানে বা গ্রহণে পিবা।

প্রপৌত্রেণ কুলং প্রাপ্তং স্যাচ্চেত্তস্য ত্রিপৌরুষং॥

যে কুলীন দান দোষে কিম্বা গ্রহণ দোষে ভঙ্গভাব হইয়াছেন, তিনি যদি তিন পুরুষ পর্য্যন্ত কুলীনে দান গ্রহণ করেন তবে তাঁহার প্রপৌত্র, কুল প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তাঁহাকে নব ভঙ্গ কহে।

আচার বিনয়াদি নবগুণান্বিত কুলীনাগ্রণীকুলীন কৃষ্ণদাসচন্দ্র ইহার সিদ্ধ কুল। কুলীন অনন্ত আঢ্য নবগুণ সম্পন্ন ইহার উজ্জ্বল কুল। কুলীন গোপাল দেয় নবগুণ সম্পন্ন ইহার মধ্যাবৃত কুল। কুলীন কুলপতি দত্ত নবগুণ সম্পন্ন ইহার মধ্যাগত কুল। কুলীন জগন্নাথ শীল নবগুণ সম্পন্ন ইহার মধ্য শ্রেষ্ঠ কুল। মধুসূদন শীল ও চন্দ্রশেখর শীল জগন্নাথ শীলের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, পঞ্চ প্রামাণিকের এই পাঁচ প্রকার কুল॥ কর্জনা নিবাসী কংসারি শীলের পুত্র চন্দ্রশেখর শীল এবং মধুসূদন শীল এই উভয় ভ্রাতায় গোবর্দ্ধন মিশ্রের নিকট গমন করিয়া একদা কহিয়াছিলেন, মহাভাগ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া জগন্নাথ শীলকে কুলীন করিলেন; কিন্তু আমরা সকলে বংশজ কংসারি শীলের সন্তান, সুতরাং আমরা বংশজ ভাবাপন্ন, আর যদি আপনি তাঁহাগদিকে কুলীনই করেন,তবে এক বংশের লোক হইয়া আমরাই বা তাহাহইতে কোনগুণে ন্যূন আছি যে, আমাদিগকে বংশজ ভাবেই থাকিতে হইবে! পুরোহিত গোবর্দ্ধন মিশ্র এই কথা শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, মধু ও চন্দ্র! তোমরা আমায় বিরক্ত করিওনা, সম্প্রতি বাটী গমন কর (ভবিতব্যং ভব-

ত্ব্যেব) যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইয়া থাকে, মধু ও চন্দ্রশেখর শীল,মিশ্রের মন্দ অভিপ্রায় বুঝিয়াও পুনঃ পুনঃ বাগ্‌বিতণ্ডা করিলেন, কিন্তু কিঞ্চিম্মাত্র ফলপ্রাপ্ত না হইয়া যবন রাজার নিকট গমন পূর্ব্বক তাবৎবৃত্তান্ত অবগত করাইলেন, তখন যবনরাজ অমর মল্লিককে একখানি পত্র লিখিলেন; তার তাৎপর্য্য এই যে,আমার প্রিয় পাত্র চন্দ্রশেখরকে ও মধুসূদনকে বিশেষ সম্মান দিবে, এই পত্র পাইয়া সকলে ত্রাসযুক্তহইয়াউঁহাদিগকে মধুচন্দ্র নামক কুল প্রদান করিলেন ও কহিলেন, যেমন প্রয়াগতীর্থে যমুনা ও সরস্বতী গঙ্গায় আসিয়া মিশিয়াছেন, তদ্রূপ তোমরা উভয় ভ্রাতায় জগন্নাথ শীলের সহিত মিশ্রিত হইলে, তোমাদের স্বোপার্জ্জিত কুল পাওয়া হইল,এপ্রকার কেহ পায় নাই ও পাইবেক না ॥ অনন্তর সাধ্যকুল সম্বন্ধে একটী আশ্চর্য্য ঘটনার বিষয় লিখিতেছেন, বণিক নীলাম্বর দত্ত ও পতিরাজ দেয় উভয়ের সাধ্যকুল, উঁহারা অমর মল্লিকের ভাগিনেয়, সেই দর্পনারায়ণের পুত্র অমর মল্লিক গৌড় গমন কালীন আপন পুত্রকে সভামধ্যে ডাকাইয়া কহিয়াছিলেন, সম্প্রতি শারদা পূজার আগামী কল্য পঞ্চমী,এই পূজায় দেবী মাহাত্ম্যপাঠ, হোম, ব্রাহ্মণ ভোজন ও বণিক ভোজনাদি কার্য্য হইয়া থাকে, আমি এই সকল কার্য্যের ভার তোমার প্রতি অর্পণ করিলাম, বণিক্ সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া এই কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় করিবে। আত্মজের প্রতি এই বলিয়া গৌড়যাত্রা করিলে, নির্ব্বোধ তৎপুত্র প্রাতে উঠিয়া সৈন্য সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় গমন করিলেন। পরে বণিক্‌গণ এই নিন্দিত ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পরস্পর পরামর্শ করিয়া, বণিগগ্রণী কুলীন কৃষ্ণদাস চন্দ্রের নিকট যাইয়া কহিয়াছিলেন। কলীনবর ? অমর মল্লিকের পুত্র পিতৃবাক্য

হেলন ও বার্ষিকী কার্য্যে অশ্রদ্ধা করিয়া বনে মৃগয়ায় গমন করিয়াছে। এখন কোন্ উপায় গ্রহণ করিলে দেবী পূজা প্রভৃতি কার্য্য সমূহ সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হয়। বণিক্ শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদাস চন্দ্র বণিক্ দিগের মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তোমরা এতদ্ বিষয়ে চিন্তাকরিওনা, মল্লিকের ভগ্নিপুত্র নীলাম্বর দত্ত ও পতিরাজ দেয়ের নিকট এই সকল ভার দিলে নির্ব্বিঘ্নে দেবীপূজা নির্ব্বাহ হইবে, উহারা সত্য সন্ধ পরম কারুণিক। পরে বণিক্ সকল তাহাই করিলে, নীলাম্বর দত্ত ও পতিরাজদেয় পরম সৌভাগ্য স্বীকার করিয়া দেবীপূজার যথোচিত আয়োজন করিয়াছিলেন, ও চণ্ডীপাঠের ভূরি দক্ষিণা এবং ব্রাহ্মণ গণকে ভোজন করাইয়া বস্ত্র সুবর্ণাদি দান করিয়া, পশ্চাৎ বণিক্ দিগকেও বস্ত্র, কাঞ্চন, ছত্র, তৈজস জলপাত্র ও তৈজস ভোজন পাত্র প্রদান করিলে, সকলে সাতিশয় সন্তোষ হইয়া গোবর্দ্ধন মিশ্রকে অগ্রে লইয়া কহিয়াছিলেন যে, তোমাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি, এমত ভক্তির সহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান্ করিতে সকলে পারেনা, সম্প্রতি আমরা বিশেষ সন্তোষ হইয়া তোমাদের উভয়কে সাধ্যকুল প্রদান করিলাম এবং গোষ্ঠীপতি করিলাম, এই বলিয়া সকলে স্বস্ব আবাসে গমন করিলে, কএক মাস পরে অমর মল্লিক আপন পুত্রের চরিত্র ও ভগ্নিপুত্রের সচ্চরিত্র শ্রবণ করিয়া পুত্রকে তিরস্কার এবং ভগ্নিপুত্রের প্রসংশা যথোচিত রূপে করিয়া ছিলেন। এই সময় বণিক সকল ও জয়ধ্বনি করিয়াছিলেন। লম্বোদর দত্ত, লক্ষ্মণ দত্ত, কালিদাস দত্ত, ইহাদের সহজ কুল। একদা অমর মল্লিক স্নেহভাবে চক্রপাণি দত্তের ও বক্রেশ্বর দত্তের হস্ত ধারণ করিয়া বণিক্ সভার মধ্যস্থ দ্বিজ গোবর্দ্ধন মিশ্রের সম্মুখে বিনয় করিয়া কহিয়াছিলেন, ব্রহ্মন্ চক্র ও বক্র

এই দুইটীকে আমি আপন পুত্র অপেক্ষা স্নেহ করিয়া থাকি, অতএব সকলকে নিবেদন করিতেছি ইহাদের কি হইবে? তখন বণিক্ সমাজ হইতে গোবর্দ্ধন মিশ্র উত্তর করিলেন, নীলাম্বরের ভাব প্রাপ্ত হইবে এ বিষয়ে সংশয় নাই, এই সময় বণিক্‌সভা হইতে কুলীন শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদাস চন্দ্র উত্তর করিলেন, নীলাম্বরের সাধ্য কুল, সেই সাধ্যকুল কেমন করিয়া প্রাপ্ত হইতে পারে, কারণ কোন সাধনা না করিলে সাধ্য কুল হয় না, অতএব সহজ কুল দেওয়া হইল, বণিক্ সকলও হরিধ্বনি করিয়া স্বীকার করিলেন সেই হইতে চক্রপাণি দত্ত ও বক্রেশ্বর দত্ত নীলাম্বর ভাব ও সহজ কুল পাইয়াছিলেন। রাঢ়ি বণিক্‌দিগের বিবরণ। রাঢ়ীরা আট ঘরে মিলিত হইয়া অবস্থান করে, এই জন্য ইহাদিগকে অষ্টরাঢ়ী বলে। সিংহ, দাস, নন্দী, সেন, লাহা, বর্দ্ধন, পাল ও ধর এই অষ্ট ঘর। মার্কণ্ডেয় সিংহ, মথুরা নাথ দাস, মাধবদাস নন্দী, অশ্বধর সেন, মল্লস্বভাজন লাহা, রত্নসেন বর্দ্ধন, ক্ষুল্লন পাল ও চিত্রসেন ধর ইহারা রাঢ়িদিগের আদি, ইহাদের সন্তান বলিলেই রাঢ়ি-বণিক্ বোধ হইবে।

বংশজ—চন্দ্র, দেয়, দত্ত, আঢ্য ও শীল এই সকল উপাধির বণিক্‌দিগের বংশজ আছে। রোহিতাগিরি চন্দ্র, ইনি বংশবর চন্দ্রখ্যাত, ভিক্ষারূপ কর্ম্মদোষে বংশজ হইয়াছেন, স্বল্প দোষ গ্রহণ করা উচিত নহে, এই হেতু বণিক্‌গণ গ্রহণ করিয়াছেন। কুলীন-প্রধান কৃষ্ণদাস চন্দ্রের সহিত

মিশ্রভাবাপন্ন, সুতরাং আদান প্রদান কুলীনের সহিত হইয়া থাকে। ১।

শুদ্ধ বংশজ শিবদাস চন্দ্র। ১। সাগরেশ্বর, যশোদা-কুমার ও বায়ুদাস ইহারা চন্দ্রকুলোদ্ভব, শুদ্ধবংশজ—শিব দাস চন্দ্রের সহিত মিশ্র ভাবাপন্ন। ৩। পরিচয়—সাগর চন্দ্র তরুণাকর চন্দ্র অর্থাৎ গৌণবংশজ দোষ। যশোদা চন্দ্র, কলসারণ চন্দ্র খ্যাত। বায়ুদাস চন্দ্র, অশ্বকর্ণ চন্দ্র খ্যাত অর্থাৎ মৌলিকরূপ গৌণ দোষ। চন্দ্র কুলোদ্ভব এই পাঁচ। ৫।

দেয় বংশোদ্ভব—নরহরি, শিবানন্দ,লক্ষ্মীকান্ত, মনোহর সোমকান্ত, বক্রেশ্বর ও বসন্ত ইহারা বংশজ। পরিচয়—নরহরি দেয়, শিবানন্দ দেয়, লক্ষ্মীকান্ত দেয়, মনোহর দেয়, ইহারা দর্পনারায়ণ দেয় খ্যাত। ৪। সোমকান্ত দেয়, বক্রেশ্বর দেয়, ও বসন্ত দেয় ইহারা সুধাকর দেয় খ্যাত। ৬।

দত্ত কুলোদ্ভব বনমালী, সদানন্দ ও কালু নামক পাঁচ জন। ইহারা ভাবাপন্ন দত্ত খ্যাত। উপরোক্ত সকলেরই কর্জনায় বাস। ৭।

আঢ্যবংশোদ্ভব—শ্রীকান্ত, সোমভদ্র, চণ্ডীদাস,জনার্দ্দন, বলভদ্র ও উমাকান্ত। পরিচয়—শ্রীকান্ত আঢ্য ও সোম-ভদ্র আঢ্য ইহারা সাধন আঢ্য খ্যাত, গঙ্গাপুরে বাস। চণ্ডীদাস, জনার্দ্দন ও বলভদ্র ইহারা অশোকাসন আঢ্য

খ্যাত। উমাকান্ত, সাধন আঢ্য খ্যাত ইহাদের কৃষ্ণপুরে বাস। ৬।

শীল বংশোদ্ভব—কংসারি, নির্ভর, বিশ্বম্ভর, জনার্দ্দন, বৃন্দাবন, সদানন্দ,রাজারাম,গোবর্দ্ধন,হরিদাস ও হরানন্দ। চয়—কংসাপরি শীল কলসাঙ্কুরখ্যাত কর্জ্জনাবাসী। নির্ভর হইতে সদানন্দ পর্য্যন্ত শঙ্খধারণ শীল খ্যাত, হরিপাল নিবাসী। রাজারাম, গোবর্দ্ধন, হরিদাস ও হরানন্দ ইহারা বৈরাগী শীল খ্যাত নবগ্রাম নিবাসী। ১০।

সকলে। ৩৫।

গৌণবংশজ

দেয় কুলোদ্ভব—আনন্দ বাসুদেব বৃন্দাবন গদাধর ছত্রাজিৎ ও শূলপাণি। ইহারা মাল্যধর দেয় খ্যাত বালী গ্রাম নিবাসী। ৬।

দত্তকুলোদ্ভব—গণেশ মথুরাদাস লক্ষ্মীকান্ত সনাতন মাধব শ্রীধর। ইহারা পালশানি দত্ত খ্যাত মান্দারণ নিবাসী। ৬।

চন্দ্র কুলোদ্ভব—যশসেন জগন্নাথ দুর্য্যোধন পরীক্ষিৎ ভীমসেন ভোলানাথ রাধাকান্ত রমাপতি পার্ব্বতীকান্ত ইন্দ্রসেন শিশুরাম সুধাকর মুরলীদাস ও শ্যামদাস ইহারা তরুণাকর চন্দ্র খ্যাত বাকল্‌সা গ্রামবাসী। ১৪।

আঢ্য কুলোদ্ভব—ভৈরব নন্দরাম গঙ্গারাম গদাধর নীলকণ্ঠ ভবানন্দ রামানন্দ গুণাকর রামভদ্র ও সভারাম

ইহারা সুসাধন আঢ্য খ্যাত ব্রাহ্মণভূমি নিবাসী। ১০। সকলে। ৩৬।

মৌলিক।

ষোড়শ প্রকার বণিকেরই মৌলিক আছে। দেয় কুলোদ্ভব মৌলিক—প্রাণকৃষ্ণ জগন্নাথ গোপাল ধরণীধর যাদবেন্দ্র ভবানন্দ নিত্যানন্দ রমাপতি আনন্দ দৈবকীরাম কৃষ্ণদাস গদাধর লক্ষ্মীকান্ত জগন্নাথ বিনোদ পরমেশ্বর ভৈরব উৎসবানন্দ কাশী বংশী গুণাকর হরিদাস হীরারাম শক্তিরাম দিবাকর শূলপাণি ও দয়ারাম ইহারা করণ-দেয় খ্যাত, আজাপুর নিবাসী। ১। দত্তকুলোদ্ভব মৌলিক মাণিক হরিষানন্দ পরমানন্দ সনাতন কালিন্দী কমলাকান্ত বায়ু সাগর মাধব নীলকণ্ঠ রমানাথ গৌরীদাস ধনঞ্জয় সূর্য্যদাস কাণু বাণেশ্বর ও উষাপতি ইহারা হংসোপাসন দত্ত খ্যাত মেদিনীপুর নিবাসী। ২।

চন্দ্র কুলোদ্ভব মৌলিক—ভৈরব লোকনাথ কীর্ত্তিবাস রমাপতি অক্রূর বিজয় কৃষ্ণ কালিন্দী কমলাপতি দামোদর নীলকান্ত গোপীনাথ রঘূত্তম মৃত্যুঞ্জয় শ্যামদাস নৃসিংহ ভুবনেশ্বর তিলক শ্যাম রাম রাধাকৃষ্ণ কুশধ্বজ রতিকান্ত শিবানাথ ব্রজনাথ রমাপতি প্রয়াগ পার্ব্বতীকান্ত গৌরীকান্ত মনোহর সৃষ্টিধর বৈদ্যনাথ মায়ারাম মহেশ্বর ভবানী রসকানন্দ শঙ্কর ধরণীধর নৃসিংহ ও বাসুদেব ইহারা অশ্বকর্ণ চন্দ্র খ্যাত বেণ্যাটী নিবাসী। ৩।

আঢ্য বংশোদ্ভব মৌলিক—হীরারাম মহানন্দ গঙ্গারাম গদাধর অগস্ত্য প্রাণকৃষ্ণ বিপ্রদাস মনোহর যুবরাজ সদানন্দ চামুরামু খগেশ্বর ভবানন্দ ও জগন্নাথ ইহারা আসাকর আঢ্য খ্যাত বর্দ্ধমান নিবাসী। ৪।

শীল বংশোদ্ভব মৌলিক—গোবিন্দ চম্পতিচন্দ্র অভিরাম নিশাপতি কুবের জানকীরাম তারাপতি ধনঞ্জয় ঈশ্বর কমলাকান্ত কাশীনাথ উষাপতি শ্রীনিবাস শিবানন্দ আশারাম নিরঞ্জন পীতাম্বর রূপনাথ দ্বারিকা পদ্মলোচন গোলামী মনসারাম দেবীদাস সুধাকর বীরভদ্র ও রামকান্ত ইহারা গোপাল শীল খ্যাত চাম্পানগর নিবাসী। ৫।

সিংহকুলোদ্ভব মৌলিক—ভরত, সিন্ধুরাম, হরিবংশ, শীতলাদাস, ষষ্ঠীদাস, বীর্য্যকর্ত্তন, মুনিরাম, জগন্নাথ, প্রযাগ, জগদীশ্বর, রামেশ্বর, কুঞ্জদাস, ভিখারী, মধুসূদন কামদেব, শ্যামদাস, রামরাম, রমাপতি, গজরাজ, রূপনাথ, রাজারাম, সুধাকর, অম্বিকাচরণ, কৃষ্ণ, তিতুরাম, ধনেশ্বর, বাণেশ্বর, বুনচন্দ্র, ঘাসিরাম, বিনাযক, দামোদর, হিরারাম, পদ্মনাভ, মহেশ্বর, মাধবেন্দ্র, মহানন্দ, গুরুদাস, উষাপতি, বলরাম, বীরভদ্র ইহারা গুণধর সিংহখ্যাত মহানাদ নিবাসী ॥ ৬ ॥

ধর বংশোদ্ভব মৌলিক—যুগল, শ্রীধর, শম্ভু, নারায়ণ, দিবাকর, গোপাল, পার্ব্বতীকান্ত, রামসাগর, মাধব, কালিদাস, বিপ্রদাস, শান্তিরাম, মনোহর, সোমদাস,

সীতারাম, দিনু, বাণেশ্বর, গদাধর, গোবিন্দ, দ্বারকাদাস, সাধু, মাধু, যশোধর, নরসিংহ, হীরারাম, রামকাণু, গদাধর, বিদ্যাধর ও শূলপাণি ইহারা বাণ পতিধর খ্যাত বিষ্ণুপুর নিবাসী ॥ ৭ ॥

বড়াল বংশোদ্ভব মৌলিক—জন্মেজয়, হরানন্দ, নিধিরাম, পরীক্ষিৎ, বাণেশ্বর, ভোলানাথ, রাজারাম, মহেশ্বর, রামকৃষ্ণ, লোকনাথ, শক্তিরাম, জনার্দ্দন, রঘুনাথ দীনবন্ধু গদাধর, রামচন্দ্র, খেলারাম, পার্ব্বতী, ধরনীধর, গোবর্দ্ধন, গয়ারাম, ভূপতি, ভুবনেশ্বর, ভিখারী, জানকীরাম, অনন্ত, মধুসূদন, মহেন্দ্র ও বল্লবাকান্ত ইহারা চাকল্লাই বড়াল খ্যাত বর্দ্ধমান নিবাসী ॥ ৮ ॥

পাল বংশোদ্ভব মৌলিক—ভবানী, কমলাকান্ত রামসুন্দর মাধব অভিরাম জগন্নাথ রামকৃষ্ণ কলাধর শ্রীধর ভক্তরাম ভুবনেশ্বর হরিদাস শ্রীকান্ত রাধাকান্ত ত্রিলোচন নয়ন রসিকানন্দ বামন জগদীশ্বর মুকুন্দ উৎসবানন্দ ইহারা দরশনি পাল খ্যাত ভুরসুট নিবাসী ॥ ৯ ॥

নাথ বংশোদ্ভব মৌলিক—দর্পনারায়ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ পুরুষোত্তম মৃত্যুঞ্জয় মহানন্দ শম্ভূরাম গুণাকর বিজয়রাম বৈদ্যনাথ রাঘবেন্দ্র পীতাম্বর কিনুরাম ঘণশ্যাম কীর্ত্তিবাস মনোহর বাণেশ্বর বুলচন্দ্র দুর্গাদাস মহেশ্বর ভাস্কর বিমলাদাস চক্রপাণি ধনেশ্বর বনমালী মহানন্দ রামচন্দ্র সুধাকর বৃন্দাবন চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি জলেশ্বর নোকনাথ

মহাদেব ইহাদের মধ্যে পুরুষোত্তমনাথ সুচাঁচরনাথ খ্যাত, অন্যে সুদর্পণনাথ খ্যাত সকলের নবগ্রামে নিবাস ॥ ১০ ॥

মল্লিক বংশোদ্ভব মৌলিক—গঙ্গাধর জগন্নাথ অমর মাধব মধু ইহারা শ্রেষ্ঠ মৌলিক খ্যাত, অমর মল্লিক ইনি নন্দী কুলোদ্ভব হইয়া মল্লিক আখ্যা পাইয়া ছিলেন, আর স্বেচ্ছাধীন মৌলিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন; আরও ইহার বণিক্ রাজ খ্যাতি আছে এই পঞ্চ বণিকের কৰ্জনা নগরী নিবাস স্থান ॥ ১১ ॥

নন্দী কুলোদ্ভব মৌলিক—পার্ব্বতী কমলাকান্ত নৃসিংহ ধরণীধর কংসারি হরিদাস দেব নাথ জনার্দ্দন বলভদ্র খেলারাম আশানন্দ যশোধর গোবিন্দ মাধবানন্দ ভৃগুরাম সুধাকর বিপ্রদাস শান্তিরাম দেবীদাস চতুর্ভুজ নশীরাম সীতারাম কৃষ্ণজীবন কিঙ্কর ভিখারী অম্বিকাদাস ইহারা কর্ণেশ্বর নন্দী খ্যাত সপ্তগ্রাম নিবাসী ॥ ১২ ॥

বৰ্দ্ধন বংশোদ্ভব মৌল্লিক—প্রয়াগ কালিদাস কুঞ্জদাস মনোহর কন্দর্প বল্লবীকান্ত যোধারাম গদাধর দাশরথি ষষ্ঠীদাস অলঙ্কার রমাপতি ভাস্কর বিমলাদাস চক্রপাণি ধনেশ্বর বনমালী মহানন্দ পীতাম্বর বৃন্দাবন চণ্ডীদাস অক্ষয়রাম সুরেশ্বর নকড়ী নন্দরাম কৌতুক ভুবনেশ্বর গোবৰ্দ্ধন মহানন্দ নীলাম্বর ঊষাপতি মাণিকরাম গৌরীদাস ইহারা কুলপ্রয় বৰ্দ্ধন খ্যাত বৰ্দ্ধমান নিবাসী। ১৩।

দাস বংশোদ্ভব মৌলিক—ব্রজনাথ বিকলরাম রাধাকৃষ্ণ জনার্দ্দন ঠাকুরদাস রামনাথ বাঞ্ছারাম যশোধর শুকদেব কৃপারাম রামকেশব মাধব লক্ষ্মীকান্ত জগন্নাথ হরিদাস সদাশিব দেবনাথ নিমানন্দ গণেশ পদ্মলোচন উচ্ছাকর ঘনশ্যাম কৃষ্ণজীবন রাঘব বংশীধর মণিরাম বিরাট ভুবনেশ্বর কাশীনাথ বিপ্রদাস সূর্য্যদাস গুণাকর অভিরাম রামদাস শিবদাস সুরেশ্বর সন্তোষ যাদবানন্দ পঞ্চানন ধনেশ্বর নারায়ণ ও মহাদেব ইহারা বিদ্যাপতি দাস খ্যাত নীলপুর নিবাসী। ১৪।

লাহা বংশোদ্ভব মৌলিক—শ্রীকান্ত মথুরাদাস ভূপতি ধরণীধর কিশোর রামভদ্র বারানসী উষাপতি দামোদর রমাকান্ত বিশ্বেশ্বর হলধর অমরদাস সফলরাম যুবরাজ শুভঙ্কর বিহারী মাধবানন্দ ত্রিলোচন গঙ্গাধর পদ্মনাভ ও হিরারাম ইহারা পাটঞ্জলি লাহা খ্যাত, নবগ্রাম নিবাসী॥ ১৫॥

সেন বংশোদ্ভব মৌলিক—রঘুনাথ নন্দলাল খোশাল ধরণীধর বিশ্বেশ্বর ভোলানাথ পার্ব্বতী পরমেশ্বর লোকনাথ দয়ারাম শ্রীধর ভুবনেশ্বর কিশোর হরিষানন্দ গোপাল মধুসূদন কার্ত্তিকেয় মানসিংহ দ্বীপচন্দ্র কুলঞ্জয় অকিঞ্চন কানাইদাস প্রসাদ পদ্মলোচন রবিকান্ত রামচন্দ্র পূর্ণানন্দ গিরিধর নীলকণ্ঠ ও দয়ারাম ইহারা সদবলি সেন খ্যাত আজাপুর নিবাসী॥ ১৬॥ ২২৩

কষ্টমৌলিক—ষোড়শ প্রকার বণিকেরি কষ্ট মৌলিক আছে।

দেয় বংশোদ্ভব কষ্ট মৌলিক—অনন্ত, অচ্যুতানন্দ, গণেশ, ঈশ্বর, হরি, নরোত্তম, ভোজদেব, নৃসিংহ, ধরণী-ধর, জয়কৃষ্ণ, শম্ভুরাম, অভিরাম, ও উষাপতি ইহারা ঘণকুশী দত্ত খ্যাত, মান্দারণ নিবাসী ॥ ১ ॥

দত্ত বংশোদ্ভব কষ্ট মৌলিক—কাশীদাস শিবানন্দ, দেবনাথ, ধনঞ্জয়, বনমালী, রামকৃষ্ণ, কংশারি যদুনন্দন, রূপনাথ, জগন্নাথ, জয়সেন, রমাপতি, কংশারি, রুদ্রদাস, দীনবন্ধু ও গদাধর ইহারা ঘণকুশী দত্ত খ্যাত, হরিপাল নিবাসী ॥ ২ ॥

চন্দ্র বংশোদ্ভব কষ্ট মৌলিক—দৈবকী, কমলাকান্ত, রাজারাম, সদাশিব, গোকুলচন্দ্র, গয়ারাম, কিণু, বাণে-শ্বর, ও মনোহর ইহারা কেদারি চন্দ্র খ্যাত, নীলপুর নিবাসী ॥ ৩ ॥

আঢ্য বংশোদ্ভব কষ্ট মৌলিক—দুলাল, ভূপতি, দীননাথ, পরীক্ষিৎ সূরমল্ল, কীর্ত্তিবাস, লাউসেন, কুলঞ্জয়, ভিখারী, উৎসবানন্দ, শ্রীধর ও করুণাময় ইহারা কুলঞ্জয় আঢ্য খ্যাত, বীরহট্ট নিবাসী ॥ ৪ ॥

শীল বংশোদ্ভব কষ্ট মৌলিক—মনসুখ, বল্লবীকান্ত, তারাপতি ও জনার্দ্দন ইহারা কুন্দলী শীল খ্যাত, বিষ্ণুপুর নিবাসী ॥ ৫ ॥

সিংহ বংশোদ্ভব কষ্ট মৌলিক—হটুরাম, কেবলরাম, কাণু, বাণু, গোবর্দ্ধন, দামোদর, সীতারাম, কান্হাইলাল,

যশোধর, রামনাথ, হরানন্দ, দুর্গাদাস, মহেশ্বর শ্রীনিবাস ও ভবানন্দ ইহারা ধরাপতি সিংহ খ্যাত, নীলপুর নিবাসী ॥ ৬ ॥

ধর বংশোদ্ভব কষ্ট মৌলিক—জয়স্তিরাম, অলঙ্কার, ধর্ম্মদাস, পীতাম্বর মনসুখ, রসিকানন্দ, খুল্লন ও কমলাপতি, ইহারা ডুমুল্যাধর খ্যাত, ক্ষীরপাই নিবাসী ॥৭॥

বড়াল বংশোদ্ভব কষ্ট মৌলিক—ভদ্রসেন, রামরাম, ভারত, ভুবনেশ্বর, দুকড়ি, ভগবতী দাস, তুলসীরাম, ধনঞ্জয় নসিরাম, নীলকান্ত বংশীদাস ও মনোহর ইহারা বাসুলী বড়াল খ্যাত, গোলাহাট নিবাসী ॥ ৮ ॥

পাল বংশোদ্ভব কষ্ট মৌলিক—রূপচন্দ্র, রাজারাম, শিশুরাম ও সুরেশ্বর ইহারা সরসাই পাল খ্যাত, বিষ্ণুপুর নিবাসী ॥ ৯ ॥

নাথ বংশোদ্ভব কষ্ট মৌলিক—গণেশ তুলসীদাস শিবকৃষ্ণ জিতু ও হরি ইহাদের খ্যাতিবন্ধ নাই, সকলের নীলপুরে নিবাস ॥ ১০ ॥

মল্লিক বংশোদ্ভব কষ্ট মৌলিক—লোহারাম রঘুনাথ শান্ত কান্ত যশোধর মৃত্যুঞ্জয় বিকলদাস কাণু বাণেশ্বর ও সদাশিব ইহারা সুধারণ মল্লিক খ্যাত, মৌড়গ্রাম নিবাসী ॥ ১১ ॥

নন্দী কুলোদ্ভব কষ্ট মৌলিক—জয়কৃষ্ণ বিজয়রাম মাণিক্য মধুসূদন নারায়ণ মহাদেব গোপীনাথ ও গিরিধর ইহারা মাটিয়র নন্দী খ্যাত, চন্দ্রকোণা নিবাসী ॥ ১২॥

বৰ্দ্ধন কুলোদ্ভব কষ্ট মৌলিক—বিহারী বাদলীরাম উদয়রাম পরীক্ষিৎ বিপ্রদাস শিবানন্দ শূলপাণি ও পুরন্দর ইহারা শাসনি বৰ্দ্ধন খ্যাত, ফড়িংগাছি নিবাসী।১৩।

দাস কুলোদ্ভব কষ্ট মৌলিক—কিশোর কমলাকান্ত রামচন্দ্র ও গদাধর ইহারা কিঙ্করী দাস খ্যাত, বিষ্ণুপুর নিবাসী। ১৪।

লাহা বংশোদ্ভব কষ্ট মৌলিক—ধনঞ্জয় রামকান্ত নরহরি পরমেশ্বর শান্তিরাম কুবের সৃষ্টিধর সদানন্দ কেবলরাম ও সুদর্শন ইহারা নিশাকর লাহা খ্যাত, নীলপুর নিবাসী। ১৫।

সেন বংশোদ্ভব কষ্ট মৌলিক—অভিরাম বাসুদেব বেচারাম সুলোচন রামকান্ত কীৰ্ত্তিচন্দ্র ভিখারী ও হরিবল্লভ ইহারা কুলাল সেন খ্যাত, রামপুরনিবাসী। ১৬।

অতিকষ্ট মৌলিক।

অতিকষ্ট মৌলিকদিগের কোন খ্যাতিবন্ধ নাই, কেবল বাস স্থান জানিয়া বুঝিতে হইবে।

দেয় কুলোদ্ভব অতিকষ্ট মৌলিক—জয়কৃষ্ণ দাসচন্দ্র হরিদাস গদাধর সোমশঙ্কর মহানন্দ পুরন্দর রঘুনাথ কৃপারাম রাধু সাধু ও গদাধর ইহারা বিষ্ণুপুর নিবাসী।১।

দত্ত কুলোদ্ভব অতিকষ্ট মৌলিক—রামকান্ত জগন্নাথ বিষ্ণুদাস গুণাকর বিদ্যাধর রামকৃষ্ণ নয়ন পদ্মলোচন অভিরাম সীতানাথ জয়চন্দ্র রমাপতি কাণু বাণেশ্বর ও রামকান্ত ইহারা বালিগড়ি নিবাসী ইহাদের সহিত অন্যান্য

উপাধিক বণিকের সম্বন্ধ হওয়ায় প্রসিদ্ধ একটী বালিগড়ী বণিক্‌শ্রেণী রহিয়াছে। ২।

চন্দ্র বংশোদ্ভব অতিকষ্টমৌলিক—নিধিরাম বিশ্বনাথ সন্তোষ ও ভুবনেশ্বর ইহারা চন্দ্রকোণা নিবাসী। ৩।

আঢ্য বংশোদ্ভব অতিকষ্ট মৌলিক—সূরসেন ও রামচন্দ্র ইহারা মান্দারণ নিবাসী। ৪।

শীল বংশোদ্ভব অতিকষ্ট মৌলিক—গঙ্গাধর দেবনাথ লক্ষ্মীকান্ত জনার্দ্দন বৈদ্যনাথ ও হরানন্দ ইহারা বিষ্ণুপুর নিবাসী। ৫।

সিংহ বংশোদ্ভব অতিকষ্ট মৌলিক—মুনিরাম মহাদেব শান্তিরাম সদাশিব প্রাণকৃষ্ণ ও রমানাথ ইহারা বীরভূমি নিবাসী। ৬।

ধর বংশোদ্ভব অতিকষ্ট মৌলিক—রাধাকান্ত জগন্নাথ দেবীদাস ও রমাপতি ইহারা ক্ষীরপাই নিবাসী। ৭।

বড়াল বংশোদ্ভব অতিকষ্ট মৌলিক—গঙ্গাধর বিশ্বনাথ পরমানন্দ সনাতন পরীক্ষিৎ ও কুঞ্জদাস ইহারা ক্ষীরপাই নিবাসী। ৮।

পাল বংশোদ্ভব অতিকষ্ট মৌলিক—দীনবন্ধু সূর্য্যদাস পার্ব্বতী ভুবনেশ্বর সদানন্দ ও হরানন্দ ইহারা কাশিযোড়া নিবাসী। ৯।

নাথ কুলোদ্ভব অতি কষ্ট মৌলিক—হরিশঙ্কর ও গোপাল ইহারা চন্দ্রকোণা নিবাসী। ১০।

মল্লিক বংশোদ্ভব অতিকষ্ট মৌলিক—গয়ারাম ও দয়ারাম ইহারা রাধানগর নিবাসী। ১১।

নন্দী বংশোদ্ভব অতি কষ্ট মৌলিক—বিজয়রাম জগন্নাথ শিব কাণু ও গদাধর ইহারা কৃষ্ণপুর নিবাসী। ১২।

বর্দ্ধন বংশোদ্ভব অতিকষ্ট মৌলিক—গোলোক পরমানন্দ বাসুদেব ও সুদর্শন ইহারা চন্দ্রকোণা নিবাসী।১৩।

দাস বংশোদ্ভব অতি কষ্ট মৌলিক—রামকান্ত মহানন্দ রাধাকান্ত মনোহর ভবানী কীর্ত্তিবাস ইহারা সুদিপুর নিবাসী। ১৪।

লাহা বংশোদ্ভব অতিকষ্ট মৌলিক—গোলোক মথুরাদাস নন্দলাল ও সদাশিব ইহারা শক্তিপুর নিবাসী। ১৫।

সেন বংশোদ্ভব অতি কষ্ট মৌলিক—বলভদ্র লালচন্দ্র কাশীনাথ ও ধনঞ্জয় ইহারা বর্দ্ধমান নিবাসী।১৬।

বহু পূর্ব্বের তালিকায় ৭৯২ বণিক্ সংখ্যা ছিল, গোবর্দ্ধন মিশ্র ৫২০ মাত্র পাইয়াছেন, লিখিয়াছেন অন্যে স্থানান্তরে গমন করিয়াছে।

কুলীনদিগের পরিচয়।

কুলীন—নাম কৃষ্ণদাস, চন্দ্রখ্যাত, খ্যাতিবন্ধ রোহিতাগিরি, সিদ্ধকুল, প্রমাণিক, সর্ব্বকর্ম্মাধিকারী, সূর্য্যবংশোদ্ভব আদ্য বণিক্ জয়পতি চন্দ্রের সন্তান, মঙ্গলকোট নিবাসী, আবাহনে কর্জ্জনা। ১।

নাম অনন্ত, আঢ্য খ্যাত খ্যাতিবন্ধ বসবাশন, উজ্বলা পদ্মকুল, প্রামাণিক, তত্ত্বাবধান কর্ম্ম, সূর্য্য বংশোদ্ভব আদ্য

বণিক্ শ্রীধর আঢ্যের সন্তান, আজাপুর নিবাসী, আবাহনে কর্জ্জনা। তত্ত্বাবধানের আনুসঙ্গিক বণিক্-ভোজন ও বর প্রদক্ষিণ। ২।

নাম গোপাল, দেয় খ্যাত, খ্যাতিবন্ধ কিরণাকর, মধ্যাগত কুল, প্রামাণিক, তত্ত্বাবধান কর্ম্ম, সূর্য্য বংশোদ্ভব আদ্য বণিক্ সোমভদ্র দেয়ের সন্তান, মঙ্গল কোট নিবাসী, আবাহনে কর্জ্জনা। ৩।

নাম কুলপতি, দত্ত খ্যাত, খ্যাতিবন্ধ সুধাকর, মধ্যাবৃত কুল, প্রামাণিক উপবেশনি কর্ম্ম, সূর্য্য বংশোদ্ভব আদ্য শূলপাণি দত্তের সন্তান, নবগ্রাম নিবাসী, আবাহনে কর্জ্জনা। নাম জগন্নাথ, শীল খ্যাত, খ্যাতিবন্ধ কলসাঙ্কুর, প্রামাণিক, মধ্য শ্রেষ্ঠ কুল, নিবাস কর্জ্জনা, সূর্য্য বংশোদ্ভব আদ্য মেঘ শীলের সন্তান, চতুর্দ্দশ কর্ম্মাধিকারী,—নিমন্ত্রণ, গুবাক্ গ্রহণ, কুলকর্ম্মে মধ্যস্থ, পণ নিরূপন, বিবাদ ভঞ্জন, সমন্বয় ব্যবস্থা, তত্ত্বাবধান, বণিক্‌ভোজন, বরপ্রদক্ষিণ, বিবাহ কালে কন্যাসনধারণ, মাল্যচন্দন ব্যবস্থা, কর্ম্মান্তে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান, বণিকদিগের সংখ্যা, গুবাক নিরূপণ, ও বণিক সকলের বিদায় এই চতুর্দ্দশ কর্ম্ম। এই চতুর্দ্দশ কর্ম্মের নামানুসারে চতুর্দ্দশ শীল খ্যাত হইয়াছে এবং মধুসূদন শীল ও চন্দ্রশেখর শীলের অভেদরূপে চতুর্দ্দশ কর্ম্মে অধিকার। কুলীন লম্বোদর লক্ষ্মণ, ও কালিদাস ইহারা বিহরণ বাসী, দত্ত খ্যাত, খ্যাতিবন্ধ কাঁটারমল্ল সহজকুল, আয়োজন কর্ম্ম, সূর্য্য কুলোদ্ভব আদ্য শূলপাণি

দত্তের সন্তান, আবাহনে কর্জ্জন। কুলীনগণ আপন আপন কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে, বংশজগণ তাঁহাদের সাহায্যের নিমিত্ত বেষ্টিত থাকিত॥ কুলীনদিগের অনুরাগ—কৃষ্ণদাসচন্দ্র বিমল কুলোদ্ভব, বাণিজ্য ব্যবসায়ী, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, সুধীর, কর্ণতুল্য দাতা, বিপ্রপ্রিয়, বণিক্‌দিগের কুলবিচার কর্ত্তা, দানে কুলপতি দত্ত, গ্রহণে পতিরাজ দেয় ভাবশুদ্ধ ত্রিকুল।১। অনন্ত আঢ্য বিমল যশস্বী, প্রমাণিক শ্রেষ্ঠ, দানে জগন্নাথ শীল, গ্রহণে কুলপতি দত্ত, ভাবশুদ্ধ ত্রিকুল। ২। গোপাল দেয় ইহার কৃষ্ণচন্দ্র তুল্য শুদ্ধকুল কিন্তু গ্রহণ দোষে কুল নাই। গোপাল দেয়ের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ রামানন্দ, কনিষ্ঠ উষাপতি, বংশজ যশচন্দ্রের কন্যার সহিত সত্য নির্ব্বন্ধ করিয়া সম্বন্ধ করিতে উদ্যত হইলে, অনেকে নিবারণ করেন, তাহা না শুনিয়া বিবাহ দেন, সেই হইতে কুল ভঙ্গ, আসনচ্যুত, মর্য্যাদারহিত, কষ্টমৌলিক ভাব। কুলপতি দত্ত সুমহৎ কুলীন, দানে নীলাম্বর দত্ত, গ্রহণে কৃষ্ণদাস চন্দ্র, ভাবশুদ্ধ ত্রিকুল। জগন্নাথ শীলের নাম মহৎ শীল, দানে নীলাম্বর দত্ত, গ্রহণে অনন্ত আঢ্য, বংশজরূপ গৌণ দোষ। চক্রপাণি দত্ত ধীর, শান্ত, দানে অনন্ত আঢ্য, গ্রহণে মধু শীল, ভাবশুদ্ধ ত্রিকুল। বক্রেশ্বর দত্ত ধীর, শান্ত, দানে নীলাম্বর দত্ত, গ্রহণে লম্বোদর দত্ত, ভাবশুদ্ধ ত্রিকুল। লম্বোদর দত্ত ধীর, ধনাঢ্য, কর্ণের সমান দাতা, গানে তুম্বুরু তুল্য, পিযুষভাষী, গমনে গজপতি তুল্য, আদানে ও দানে মধুশীল ও

অনন্ত আঢ্য। লক্ষ্মণ দত্ত গুণসিন্ধু, সুপণ্ডিত, মহাকুলীন, যাহার উজ্জ্বল যশ, দানে বক্রেশ্বর দত্ত, গ্রহণে গোপাল দেয় ভাবশুদ্ধ ত্রিকুল। কালিদাস দত্ত অযোধ্যা নিবাসী, মহোগ্রপ্রতাপান্বিত, মহাসিদ্ধবান, গলে অক্ষমালা ধারণ করিতেন, শ্মশানে-কালী প্রকাশ করিয়া শ্মশানকেই গৃহ করিয়াছিলেন, দানে নীলাম্বর দত্ত, গ্রহণে পতিরাজ দেয়, ভাবশুদ্ধ ত্রিকুল। রাঢ়ীরা পূর্ব্বাশ্রয় ত্যাগ করিয়া যত্ন পূর্ব্বক নিজ কুল রক্ষার নিমিত্ত অষ্ট সম্মিলিত কর্ম্মা-ভূমণ্ডলে বিখ্যাত, ইহারা দুই কর্ম্মে অধিকারী, কর্ম্মের ব্যবস্থা ও মন্ত্রণা। বংশজ—বংশজ বণিকগণ অনেকে কুলীন হইয়াছে, কুলীন ও ভাব বর্জ্জিত দোষযুক্ত হইলেই বংশজ হয়, অতএব বংশজ বণিক উত্তম। গৌণ বংশজের অনুরাগ নাই। মৌলিক—ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়া কুলীন সকল অবস্থান করেন, অতএব শ্রেষ্ঠ, দশ পুরুষ খ্যাত ও পবিত্র।

নীলাম্বর দত্ত ও পতি রাজদেয় ইহারা গোষ্ঠীপতি, মর্য্যাদায় পণপাদ বরাটক অধিক।

বার্ষিকী সারদাপূজা বণিজাঞ্চ প্রপূজনং।
তস্য গোষ্ঠীপতি খ্যাতিস্ত্রিকুলং দোষ বর্জ্জিতং॥

বার্ষিকী সরস্বতী পূজায় বণিক্‌দিগের পূজা হইয়া থাকে, যাহার ত্রিকুলে দোষ নাই তাহাকে গোষ্ঠীপতি কহে।

নীলাম্বর দত্ত বিহরণ নিবাসী, খ্যাতিবন্ধ কাঁটারমল্ল, সাধ্যকুল, মোক্ষভাব, কুলরাজ, অধিষ্ঠাতৃ কর্ম্ম, গোষ্ঠীপতি। দানে জগন্নাথ শীল, গ্রহণে গোপাল দেয়, ভাব শুদ্ধ ত্রিকুল। পতিরাজ দেয় কাগ্রাম নিবাসী, খ্যাতিবন্ধ দর্পলাঞ্ছন, সাধ্যকুল, মোক্ষভাব, কুলরাজ, অধিষ্ঠাতৃ কর্ম্ম, গোষ্ঠীপতি, দানে কৃষ্ণদাস চন্দ্র, গ্রহণে কুলপতি দত্ত, ভাবশুদ্ধ ত্রিকুল।

কুল রাজের লক্ষণ।

দানং চতুষ্টয়ং যস্য গ্রহণঞ্চ চতুষ্টয়ং।
কুলাগ্রণী কুলং তস্য কুলরাজ ইতিক্রমঃ।।
কুলরাজস্তু কুলীনঃ স্যাৎ অন্যে তু ন।।

চতুর্ব্বিধ কুলীনের সহিত যাহার আদান প্রদান আছে, তাহার কুলাগ্রণী কুল, কুলরাজ খ্যাত, কুলরাজ কুলীনেই হইয়া থাকে, অন্যে হয় না॥ অমর মল্লিকের সমন্বয় কালীন যে সকল রাঢ়ি বণিক্ উপস্থিত ছিলেন সংক্ষেপে তাহাদের পরিচয়। বটগ্রাম নিবাসী মার্কণ্ডেয় নাম, সিংহ খ্যাত, খ্যাতিবন্ধ বর্ষাপণি, রাঢ়ী, আদ্য বণিক রাজারাম সিংহের সন্তান। ১। জয়পুর নিবাসী, মথুরনাথ, দাস খ্যাত, খ্যাতিবন্ধ গুঞ্জামণি, রাঢ়ী, আদ্য বণিক দিবাকর দাসের সন্তান।২। বর্দ্ধমান নিবাসী, মাধব নাম নন্দী খ্যাত, খ্যাতিবন্ধ প্রভাকর, রাঢ়ী, আদ্য বণিক, হরিহর নন্দীর সন্তান।৩। আজাপুর নিবাসী, অশ্বধর নাম, সেন খ্যাত, খ্যাতিবন্ধ পুষ্পাঞ্জলি, রাঢ়ী, আদ্য বণিক,

পুরন্দর সেনের সন্তান। ৪। বিতুর পাড়া নিবাসী, শিখরমল্ল নাম লাহা খ্যাত, খ্যাতিবন্ধ পত্রাশনি, রাঢ়ী, আদ্য বণিক, মহানন্দ লাহার সন্তান। ৫। চিত্রপুর নিবাসী, রত্নসেন নাম বর্দ্ধন খ্যাত, খ্যাতিবন্ধ কুসুমাকুল, রাঢ়ী, আদ্য বণিক হিরণ্য বর্দ্ধনের সন্তান। ৬। মহানাদ নিবাসী, খুল্লন নাম, পাল খ্যাত, খ্যাতিবন্ধ ভ্রষাপণ রাঢ়ী, আদ্য বণিক, গুণাকর পালের সন্তান। ৭। নবগ্রাম নিবাসী, মিত্র সেন নাম, ধর খ্যাত, খ্যাতিবন্ধ বলদণ্ডী, রাঢ়ী, আদ্য বণিক শ্রীপতি ধরের সন্তান। ৮। সাগর বড়াল, রাঢ়ি বণিকদিগের যে ভাব, সাগর বড়ালের ও সেই ভাব, মঙ্গলকোট নিবাসী, খ্যাতিবন্ধ কর্ণাটক, সম্মানি মর্য্যাদা, কমলাকান্ত বড়ালের সন্তান, অহঙ্কারে কুল গিয়াছে।

কন্যাসনধারণ—কন্যা যাহাদের বংশোদ্ভবা ও বর যাহাদের বংশোদ্ভব এই তুই পক্ষের সমান সমান চারিজন আসন ধারণের যোগ্য,যদি নিন্দিত হয়,তবে অযোগ্য আর সজ্জ বা সম্যবেস হয়, তাহাকেও সমান কহে, কিন্তু নিন্দিত ব্যক্তির আসন ধারণে বিঘ্নের সম্ভাবনা॥ ঐ চতুর্দ্দশ শত চৌদ্দ শকের ফাল্গুন মাসের পঞ্চমী তিথিতে জগন্নাথ শীল, সুলক্ষণা লক্ষ্মণা নাম্নী কন্যা, নীলাম্বর দত্তের পুত্রকে সম্প্রদান করেন, সেই সময় দিক্ বিদিক্ হইতে বণিক্ সকল গৌড়মণ্ডলের দক্ষিণ কর্জ্জনা নগরীতে আসিয়াছিলেন। জগন্নাথ শীলও চারি শাখাযুক্ত

সভা রচনা করাইয়াছিলেন সেই জন্য সভাটী সুশৃঙ্খলা হইয়াছিল, তখন বণিক্ সকল তদ্দৃষ্টে সাতিসয় হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, হে সুবিচক্ষণ শীল! শ্রবণ কর, এই মত চতুঃশাখ সভা নিয়ম করিয়া রচনা করাইয়া যে ব্যক্তি কন্যা দান করিবে, সে কন্যা দানের প্রকৃত ফল পাইবে, অন্যথা করিলে ফলবিহীন দান হইবে। উত্তর রাঢ়ীয়া শাখার মঙ্গল বোধে সাদরে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন, সকলেরই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, সর্ব্বসম্মত। সভার চতুর্দ্দিকে বিচিত্র আসন স্থাপন করিলে, মধ্য স্থলে পশ্চিমাস্যে গুরু ও উত্তরাস্যে পুরোহিত, কন্যাকর্ত্তা পূর্ব্বাস্যে, ঈশানকোণস্থানে কৃষ্ণদাস চন্দ্র, তদ্দক্ষিণে গোষ্ঠীপতিদ্বয়, তদ্দক্ষিণে প্রামাণিক চতুষ্টয়, দক্ষিণ মুখে অবস্থান করিবেক, আর পশ্চিম দিকে বংশজ, গৌণ-বংশজ, মৌলিক, কষ্ট মৌলিক ও অতিকষ্ট মৌলিকাদি দক্ষিণ ক্রমে উপবেশন করিবে, তাহার বাম দিকে অষ্ট রাঢ়ী, দক্ষিণ দিকে নবশায়ক, মাল্যচন্দন—কর্ম্মান্তে অমর মল্লিক কহিলেন যে, সকলে অনুমতি করুন্! আমি মাল্য-চন্দন দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তখন সকলে সাধুবাদ প্রদান করিয়া সম্মত হইলে, প্রথম গুরুকে পূজা করিয়া পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিলেন এবং গোষ্ঠীপতি পঞ্চ প্রামাণিক, সাগর বড়াল, রাঢ়ী বংশজ প্রভৃতি বণিক্ সকলকে ক্রমে ক্রমে মাল্যচন্দন প্রদান করিয়াছিলেন, এই মত মাল্যচন্দন দান করিবেক।

ইহা উত্তর রাঢ়ীদিগের দেখা যায় না। যাহা হউক এই ব্যবস্থা মঙ্গল জনক ও সভ্য সমাজের আদরণীয়। অনন্তর গুবাক দান—ইহা সমন্বয় ও মঙ্গলকার্য্যে ব্যবহার হইয়া থাকে, কিন্তু অশৌচান্তে নহে, গুবাক দানের কারণ এই যে গুবাক সিদ্ধ বস্তু, নির্ব্বিঘ্নে কর্ম্মসমাপনের নিমিত্ত, কর্ম্মের পূর্ব্বে আবাহন ও কর্ম্মের মধ্যে বাচনিক-সভামধ্যে বণিকগণ উপস্থিত হইলে কর্ম্মকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবেন, কেমন সকলের আগমন হইয়াছেত, যাহারা উপস্থিত থাকিবেন তাহারা কহিবেন, ইহাঁদের আগমনে সকলের আগমন সিদ্ধ, ইহাকে বাচনিক কহে। প্রথমে ছয়টী গুবাক লইয়া গোষ্ঠীপতিদ্বয়কে পশ্চাৎ প্রামাণিক, রাঢ়ী প্রভৃতিকে ক্রমে ক্রমে দিবেন। বিদায় ব্যবস্থা—বণিকদিগের বিদায় করা সর্ব্ব সম্মত; অগ্রেতে দেবতাদিগের, যাহারা যাহারা পরিচারক তাহাদিগকে তিন তিন পণ আর সমান মর্য্যাদার বণিক্‌কে তিন পণ গোষ্ঠীপতি দ্বয় সার্দ্ধপণত্রয়, সাগর ও অষ্ট রাঢ়ীরা পাদন্যূন পণত্রয়, বংশজ বণিকগণ সার্দ্ধপণদ্বয়, গৌণ বংশজাদিগকে দুই পণ, তাহার পর মৌলিকদিগকে দুই পণ, কষ্ট মৌলিকেরা পাদন্যূনপণদ্বয়, অতিকষ্ট মৌলিক সকলে সার্দ্ধপণ। আর যে বণিকাধম নিন্দা কর্ম্ম করেন, তিনি সভাতে আসন ও সম্মান প্রাপ্ত হইবেন না, তবে যাহারা দশ পুরুষ পর্য্যন্ত উত্তম কার্য্য করিয়া আসিতেছে, তাঁহার মর্য্যাদা অধিক। যে বণিক কুলীনে সম্বন্ধ করেন, তিনি ভাবশুদ্ধ থাকেন। গোবর্দ্ধন মিশ্র লিখিয়াছেন।

যস্য বণিজশ্চ যন্নাম সংখ্যাপত্রে কৃতং ময়া।
ত্যক্তব্যস্তস্য সন্তানো নচ চেদ্‌গুণসংযুতঃ ॥

যে বণিকের নাম সংখ্যাপত্রে রাখা হইল, তাহার সন্তান যদি গুণসংযুত না হয়, তবে তাহাকে ত্যাগ করিবে ॥ একদা কৃষ্ণদাস চন্দ্র, গোবর্দ্ধন, মিশ্রকে ও অমর মল্লিককে কহিলেন, তুমি আপন অভিলষিত বর প্রার্থনা কর! পরে অমর মল্লিক গললগ্নবস্ত্র হইয়া অঞ্জলিপুটে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি আমায় মৌলিক করুন; গোবর্দ্ধন মিশ্র এই কথা শ্রবণ করিয়া সর্ব্বসম্মত লেখেন, ইনি বণিক্‌দিগের প্রতিপালক, বণিকরাজখ্যাত, অমরের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের মত কর্ম্ম পূর্ব্বে হয় নাই ও হইবেক না, আদ্য বণিকের সন্তান, স্বইচ্ছায় মৌলিক এবং পুরুষোত্তম নাথের ভাব প্রাপ্ত হইয়া পুরুষোত্তম মৌলিকত্ব প্রাপ্ত। ইতি শ্রীবিদ্যারত্ন উপাধিক কন্দর্পমোহন ভট্টাচার্য্য বিরচিত বণিক্ কুলপুস্তকে দ্বিতীয়ঃ প্রকোষ্ঠঃ ॥

কুলিনের বংশাবলী ও দোষগুণ।

কৃষ্ণদাস চন্দ্র	মধু শীল	চন্দ্রশীল
তস্য পুত্র ১	তস্য পুত্র ২	তস্য পুত্র ১
বৈদ্যনাথ চন্দ্র	সন্তোষ ও বিপ্রদাস	রত্নাকর
তস্য পুত্র ২	দানে নীলাম্বর দত্ত	দানে নীলাম্বর দত্ত
নিত্যানন্দ ও পুরুষোত্তম	গ্রহণে পতিরাজ দেয়	গ্রহণে লক্ষ্মণ দত্ত
দানে কুলপতি দত্ত	ভাবশুদ্ধ ত্রিকুল।	ভাব শুদ্ধ ত্রিকুল
গ্রহণে পতিরাজ দেয়	কিন্তু গৌণ দোষ	কিন্তু গৌণ দোষ
ভাবশুদ্ধ ত্রিকুল		

জগন্নাথ শীল
তস্য পুত্র ২
গদাধর ও সনাতন
দানে নীলাম্বর দত্ত
গ্রহণে অনন্ত আঢ্য
ভাব শুদ্ধ ত্রিকুল
কিন্তু গৌণ দোষ

গোপাল দেয়
তস্য পুত্র ২
রামানন্দ ও উষাপতি
ইহাদের পুত্র জগচ্চন্দ্র
রামচন্দ্র ও হরিষানন্দ
দানে নীলাম্বর দত্ত
গ্রহণে যশচন্দ্র
যশচন্দ্র বংশজ
দানে নীলাম্বর দত্ত
ভগ্নকুল

চক্রপাণি দত্ত
তস্য পুত্র ১
উচ্ছাকর
তস্য পুত্র ১
শূলপাণি
দানে অনন্ত আঢ্যের দ্বিতীয়
পুত্র
গ্রহণে মধুশীল
ভাব শুদ্ধ ত্রিকুল

অনন্ত আঢ্য
তস্য পুত্র ৩
ভিক্ষাকর, গুণাকর,
ও সুরেশ্বর
দানে জগন্নাথ শীল
গ্রহণে কুলপতি দত্ত
ভাবশুদ্ধ ত্রিকুল

কুলপতি দত্ত
তস্য পুত্র ৩
শ্রীপতি গুণপতি ও রমাপতি
দানে নীলাম্বর দত্ত
গ্রহণে কৃষ্ণচন্দ্র
ভাবশুদ্ধ ত্রিকুল

নীলাম্বর দত্ত
তস্য পুত্র ৮
দুর্গাচরণ, ব্যাস, শূলপাণি
ফলাধর কংসারি গো-
পীনাথ উচ্ছাকর পরমেশ্বর
দানে জগন্নাথ শীলের ২য়
পুত্র
গ্রহণে গোপাল দেয়
ভাবশুদ্ধ ত্রিকুল

পতিরাজ দেয়
তস্য পুত্র ২
মুকুন্দ ও পরমানন্দ
মুকুন্দস্য পুত্র ৩
যদুনন্দন বিশ্বেশ্বর ও
কৃষ্ণ চন্দ্র।
পরমানন্দ
সপ্তগ্রামে বাস করেন।

বক্রেশ্বর দত্ত
তস্য পুত্র ২
জয়কৃষ্ণ ও রামজীবন
দানে নীলাম্বর দত্ত
গ্রহণে লম্বোদর দত্ত
ভাবশুদ্ধ ত্রিকুল

কালিদাস দত্ত
তস্য পুত্র২
গুণাকর ও সর্ব্বেশ্বর
গুণাকরের পুত্র ১
ভবানীচরণ দত্ত
দানে নীলাম্বর দত্ত
গ্রহণে পতিরাজ দেয়
ভাবশুদ্ধ ত্রিকুল

দানে কৃষ্ণদাস চন্দ্র
গ্রহণে কুলপতি দত্ত
ভাবশুদ্ধ ত্রিকুল

লম্বোদর দত্ত
তস্য পুত্র ৩
মাণিক, মনোহর ও ধরণীধর
দানে অনন্ত আঢ্য
গ্রহণে মধুশীল
ভাব শুদ্ধ ত্রিকুল

লক্ষ্মণ দত্ত
তস্য পুত্র ৪
দানপতি, দিগম্বর,
দিনকর ও হরি
দানে বক্রেশ্বর দত্ত
গ্রহণে গোপাল দেব
দানপতির পুত্র ২
নরকান্ত ও আশাপতি
ভাবশুদ্ধ ত্রিকুল

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যত্রোত মেতৎ প্রোতঞ্চ বিশ্বমব্যয় মক্ষয়ং।
আধারভূতঃসর্ব্বস্য প্রসীদতু স মে হরিঃ॥

কর্জ্জনাভঙ্গ।

চৌদ্দ শত চব্বিশ শকে গোবর্দ্ধন মিশ্র কৃষ্ণচন্দ্রের কুলজী সমাপন করিয়া কাশীবাস করিলেন। ঐ সময় অমর মল্লিক ও গঙ্গাযাত্রা করেন এবং ত্রিরাত্রিকাল গঙ্গা-বাস করিয়া স্বর্গতি লাভ করিয়াছিলেন। শকাব্দা চৌদ্দ শত একত্রিশ শক হইতে ক্রমান্বয় পাঁচ বৎসর বণিক্ সকল রাজ পীড়নে পীড়িত হইয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া দিক্-

বিদিকে গমন করিলেন। চৌদ্দ শত ছত্রিশ শকে কর্জ্জনায় দুই চারি জনমাত্র বণিক্ অবস্থান করিতে লাগিল। কেই বা কাহার তত্ত্বাবধান করেন, হয়ত দুই সহোদরের মধ্যে একজন সপ্তগ্রামের দিকে, অন্য জন উত্তর রাঢ়ে। যাহারা তিন সহোদর, হয়ত তাহাদের একজন মুরশিদাবাদের দিকে, একজন মধ্য রাঢ়ে ও একজন সপ্তগ্রামে। এই প্রকার নিবাসের নিয়ম রহিল না।

দক্ষিণ রাঢ়ী।

এই প্রকার বণিক্গণ নিরুদ্দেশ থাকিয়া তিন বৎসরকাল অর্থাৎ ঊনচল্লিশ শক গত করিল। গোষ্ঠীপতি পতিরাজ দেয়ের দুই পুত্র, মুকুন্দ ও পরমানন্দ। পরমানন্দ সপ্তগ্রামে বাস করেন। মুকুন্দ ক্রূড়মনে বাস করেন, এই গ্রাম কর্জ্জনার পূর্ব্ব দুই ক্রোশ ও বর্দ্ধমানের ঈশান চারি ক্রোশ। সেই মুকুন্দের পুত্র যদুনন্দন, ইনি বিদ্বান দাতা, ধনাঢ্য ও পরোপকারী প্রভৃতি বণিক্ গুণে ভূষিত ছিলেন। চৌদ্দ শত চল্লিশ শকের মাঘ মাসের নবম দিবসে যদুনন্দনদেয়ের মাতা অর্থাৎ মুকুন্দদেয়ের পত্নী আসন্ন দশা প্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হইল তিনিও দশই মাঘে ইন্দ্রানীর ঘাটে অন্তর্জলী হইয়া দেহরক্ষা করিলেন ও স্বর্গতি লাভ করিলেন। পরে সকলে দাহাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আপন গৃহে আমন করিলে, যাহারা নিকট গ্রামাদিতে বাস করিতেছিলেন তাহাদিগকে সংবাদ দেওয়া হইল। তখন এই

সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, অদূরস্থ বণিকগণ, ক্রুড়মনে আগমন করিলে, দেয় শ্রেষ্ঠ যদুনন্দন, যদুরায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া, বণিক্‌গণকে কহিলেন, হে পূজ্যপাদগণ! সম্প্রতি আমাদের কর্জনা সমাজ ভঙ্গ হইয়াছে, আপনারা আদেশ করুন্, মাতার আদ্য ক্রিয়া, কি প্রকার সম্পন্ন করিব। তখন প্রামাণিক, জগন্নাথ শীলের পুত্র গদাধর শীল, উত্তর করিলেন, নিকটে যাহারা বাস করিতেছেন, তাহাদিগকে লইয়াই কার্য্য সম্পূর্ণ কর। কৃষ্ণদাস চন্দ্রের পুত্র বৈদ্যনাথ চন্দ্র কহিলেন, এইটী সর্ব্বসম্মত যুক্তি হইল না, কারণ, লোকে শ্রেষ্ঠের আচরণ দেখিয়াই তৎপথাবলম্বন করে, এক্ষণে ধনবান অথচ যশস্বী যদুনন্দন যদি এমত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তবে পূর্ব্বধারা সমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ইনি ভট্টকে নিযুক্ত করুন্, যেখানে যেখানে সমাজচ্যুত বণিক্ সকল গমন করিয়াছেন, তাহাদিগকে আনয়ন করা হউক, পশ্চাৎ আমি বাসের নিয়ম করিয়া দিব। যদুনন্দন ও এই কথায় সম্মতি দিয়া যে সকল ভট্ট বিশেষ অবগত আছে, তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন। পরে বণিক্‌গণ, যাহারা সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহারা ক্রুড়মনে আগমন করিয়াছিলেন, ক্রিয়া নিকট হইলে ভট্ট ফিরিয়া আসিল, যাহাদের উদ্দেশ হইল না, তাহারা অন্য শ্রেণী ভুক্ত হইয়া রহিল। কর্ম্ম সমাপন হইলে ভানুপাল বণিক সকলকে কহিয়াছিলেন, পূর্ব্ব সমাজ কর্জনা, এক্ষণে ভঙ্গ

হইয়াছে, সুতরাং বণিক্ সকল স্থানান্তরে গমন করিয়াছে অতএব সকলে পূর্ব্বধারা মত থাকিবে। গুণাকর আঢ্য কহিলেন চন্দ্র বৈদ্যনাথ! তুমি অগ্রে বণিক্ সকলের সংখ্যা কর। বৈদ্যনাথ চন্দ্র পত্র করিয়া কহিলেন, চারি শত দুই ঘর বণিকের সংখ্যা হইল, ইহার অধিক আর নাই। পরে সকলের সম্মতি লইয়া গ্রাম সংখ্যা করিলেন। প্রথমে সমাজ স্থান কর্জনা, দ্বিতীয়ে মহাস্থান কুড়মন, তৃতীয়ে পলাশী, চতুর্থে বলগণা, পঞ্চমে বর্দ্ধমান, ষষ্ঠে গঙ্গাপুর, সপ্তমে গোবিন্দপুর, অষ্টমে বিচিত্রনগর ব্রাহ্মণপাড়া, নবমে বড়শূল, দশমে খণ্ডগ্রাম, একাদশে করন্ধা, দ্বাদশে মণ্ডলগ্রাম; ত্রয়োদশে পলাশন, চতুর্দ্দশে সপ্তবৃক্ষ, পঞ্চদশে বেগুয়ান্, ষোড়শে মল্লিকপুর, সপ্তদশে রসুলপুর বৈদ্যডাঙ্গা, অষ্টাদশে নবগ্রাম, ঊনবিংশে আজাপুর, বিংশে মুক্তিপুর, একবিংশে পঞ্চপাড়া, দ্বাবিংশে হিরণ্যগ্রাম, ত্রয়োবিংশে বেত্রগড়, চতুর্ব্বিংশে ওসমানপুর, পঞ্চবিংশে মৎসর, ষড়্বিংশে শিঙ্গারকোণ, সপ্তবিংশে কুলন্টী, ইহার অধিক আর গ্রাম নাই। যাহারা এই সপ্তবিংশতি গ্রামের মধ্যে বাস করিবেন, তাহারা মর্য্যাদা পাইবেন, আর এই চারি শত দুই ঘরে আদান প্রদান হইবে, কর্জনা সমাজের বণিক্ যাহারা স্থানচ্যুত, দিক্বিদিকে বাস করিতেছেন, অদ্য হইতে তাহাদের সহিত একত্র ভোজন ও আদান প্রদানাদি সর্ব্ব সম্মত রহিত হইল

ইতি শ্রীবৈদ্যনাথ চন্দ্র দাসস্য, শকাব্দা ১৪৪০।১৩ ফাল্গুন।

এই হইতে দক্ষিণ রাঢ়ী ও সপ্তগ্রামী ভেদ হইয়াছে।

দক্ষিণ রাঢ়ীর হস্তাক্ষরীয়দিগের নাম।

পুরোহিত দ্বিজস্য শ্রীউদয়চন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ।
গোষ্ঠীপতি ——শ্রীদুর্গাচরণ দত্ত দাসস্য
প্রামাণিক ২——শ্রীবৈদ্যনাথ চন্দ্র দাসস্য ও গদাধর চন্দ্র দাসস্য
পঞ্চকুলীন মধ্যে——শ্রীদানপতি দত্ত দাসস্য
রাঢ়ী মধ্যে——শ্রীভানুপাল দাসস্য
বংশজ মধ্যে——শ্রীজলেশ্বর দের দাসস্য
গৌণবংশজ মধ্যে——শ্রীবারানশী দত্ত দাসস্য
মৌলিক মধ্যে——শ্রীকরুণাময় নাথ দাসস্য

কুড়মনে যে সকল বণিক আগমন করেন তাহার তালিকা।

১ কুলীন সংখ্যা		২ বংশজ সংখ্যা		বংশজ সংখ্যা	
কৃষ্ণদাস চন্দ্রের	২	বংশবর চন্দ্রের	৩	কালু দত্তের	৩
পতিরাজ দেবের	২	সাগর চন্দ্রের	২	সদানন্দ দত্তের	২
নীলাম্বর দত্তের	১৪	যশ চন্দ্রের	৪	কংশারি শীলের	৩
অনন্ত আঢ্যের	৭	বায়ু চন্দ্রের	২	নির্ভর শীলের	৪
গোপাল দেবের	২	শ্রীকান্ত আঢ্যের	২	বিশ্বম্ভর শীলের	৬
কুলপতি দত্তের	৫	চণ্ডীদাস আঢ্যের	১	জনার্দ্দন শীলের	২
জগন্নাথ শীলের	২	সোম আঢ্যের	৫	বৃন্দাবন শীলের	৩
মধু শীলের	৩	নরহরি দেবের	৭	রাজারাম শীলের	২
চন্দ্র শেখরের	১	শিবানন্দ দেবের	২	সদানন্দ শীলের	১
লক্ষ্মণ দত্তের	৭	লক্ষ্মীকান্ত দেবের	৩		
লম্বোদর দত্তের	৪	মনোহর দেবের	৫	২৭	৮১
কালীদাস দত্তের	২	সোমভদ্র দেবের	২		
চক্রপাণি দত্তের	৩	বক্রেশ্বর দেবের	১		
বক্রেশ্বর দত্তের	২	বসন্ত দেবের	৬		
		বনমালী দত্তের	২		
১৪	৫৬	কালু দত্তের	২		
		কালু দত্তের	২		
		গড় নিবাসী কালু দত্তের	৫		

৩ গৌণবংশজ সংখ্যা	
গণেশ দত্তের	২
ধরণীধর দত্তের	১
গদাধর দত্তের	২
শূলপাণি দেয়ের	৩
জানকীরাম আঢ্যের	২
কমলাকর আঢ্যের	১
জগন্নাথ চন্দ্রের	২
রমাপতি চন্দ্রের	৪
৮	১৭

৪ রাঢ়ি বণিক্ সংখ্যা	
মার্কণ্ড সিংহের	৩
মথুরা দাসের	২
মাধব দাস নন্দীর	৩
অশ্বধর সেনের	৬
শিখরমল্ল লাহার	৩
রত্নেশ্বর বর্দ্ধনের	২
খুল্লম পালের	১
মিত্রসেন ধরের	২
সাগর বড়ালের	২
৯	২৪

৫ মৌলিক সংখ্যা		মৌলিক সংখ্যা		মৌলিক সংখ্যা	
মাণিক দত্তের	৪	কমলাপতি চন্দ্রের	৩	গোবর্দ্ধন বড়ালের	১
কমলাকান্তদত্তের	৩	মহানন্দ আঢ্যের	২	কমলাকান্ত পালের	২
পরমানন্দ দত্তের	২	যুবরাজ আঢ্যের	১	তিলোত্তম পালের	৪
দুলাল দত্তের	২	অনন্ত আঢ্যের	২	মুকুন্দ পালের	২
দুর্গাদাস দত্তের	১	চম্পতি শীলের	১	কীর্ত্তিবাস পালের	১
জগন্নাথ দত্তের	১	নিশাপতি শীলের	২	পীতাম্বর নাথের	২
		তারাপতি শীলের	৩	গঙ্গাধর মল্লিকের	১
ধরণীধর দেয়ের	২	পদ্মলোচন শীলের	২	জগন্নাথ মল্লিকের	১
রমাপতি দেয়ের	৩	নাবিক শীলের	৫	অমর মল্লিকের	১
বর্ষাপণি দেয়ের	১	বিকর্ত্তন সিংহের	১	জনার্দ্দন নন্দীর	২
পরমেশ্বর দেয়ের	২	রূপনাথ সিংহের	২	ধরণীধর নন্দীর	৩
		রামচন্দ্র ধরের	১	গদাধর বর্দ্ধনের	১
লোকনাথ চন্দ্রের	২	সোমধরের	২	অলঙ্কার বর্দ্ধনের	১
বিজয় চন্দ্রের	১	রঘুনাথ বড়ালের	২	ভাস্কর বর্দ্ধনের	১

মৌলিক সংখ্যা।

দাসরথি বর্দ্ধনের	২
বিমলাদাস বর্দ্ধনের	২
জীবনকৃষ্ণ দাসের	২
রাঘবদাস দাসের	২
সূর্য্যদাস দাসের	২
শ্রীকান্ত লাহার	২
ভূপতিরাম লাহার	৩
বারাণসী লাহার	১
যশোধর সেনের	২
পার্ব্বতীসেনের	১
মানসিংহ সেনের	২
পরমেশ্বর সেনের	৩
৫২	৯৯

কষ্ট মৌলিক।

অনন্ত দেয়ের	২
অচ্যুত দেয়ের	১
বাণেশ্বর দেয়ের	৩
জয়কৃষ্ণ দেয়ের	২
রমাপতি দেয়ের	২
নিশাপতি দেয়ের	১
ধনঞ্জয় দেয়ের	২
বনমালী দত্তের	১
কলাধর দত্তের	৫
উমাপতি দত্তের	২
রুদ্র দত্তের	১
কমলাকান্ত চন্দ্রের	২

কষ্ট মৌলিক।

রাজারাম চন্দ্রের	১
দুলাল আঢ্যের	১
ভূপতি আঢ্যের	২
কুলঞ্জয় আঢ্যের	১
ভীষ্ম আঢ্যের	২
শ্রীধর আঢ্যের	১
বল্লবীকান্ত শীলের	১
হারাণ শীলের	১
গোবর্দ্ধন সিংহের	১
বাণেশ্বর সিংহের	১
শ্রীনিবাস সিংহের	১
অলঙ্কার ধরের	২
পীতাম্বর ধরের	১
কমলাপতি ধরের	২
নীলকান্ত বড়ালের	১
ভদ্রসেন বড়ালের	২
ভগবতীচরণ বড়ালের	১
রূপচন্দ্র পালের	১
রাজারাম পালের	২
সুরেশ্বর আঢ্যের	১
শ্রীকৃষ্ণ নাথের	১
জিতু নাথের	১
হরিদাস নাথের	২
শান্ত মল্লিকের	২
যশোধর মল্লিকের	৩
রঘুনাথ মল্লিকের	১
জয়কৃষ্ণ নন্দীর	২

কষ্ট মৌলিক।

মাণিক নন্দীর	৩
মধু নন্দীর	২
মহাদেব নন্দীর	২
চতুর্ভুজ বর্দ্ধনের	১
শূলপাণি বর্দ্ধনের	১
পরমানন্দ বর্দ্ধনের	১
কিশোর বর্দ্ধনের	২
রামকান্ত লাহার	১
সৃষ্টিধর লাহার	১
অভিরাম সেনের	২
বাসুদেব সেনের	১
৫০	৭৯

অতিকষ্টমৌলিক সংখ্যা

রূপরাজ দেয়ের	২
গুণাকর দেয়ের	১
হলধর দেয়ের	১
কলাধর দেয়ের	২
শ্রীপতি দেয়ের	২
শেখর মল্লিকের	৩
মুনিমাধব দত্তের	১
জগন্নাথ দত্তের	২
রামকান্ত দত্তের	১
ভগবান দত্তের	১
বাণেশ্বর দত্তের	২
নিশাপতি দত্তের	৩
মুরারিচন্দ্রের	১

অতি কষ্ট মৌলিক।

বাণপতি চন্দ্রের ২
বলরাম আঢোর ১
দীনবন্ধু আঢোর ২
শঙ্কর আঢোর ২
পুণ্ডরীকাক্ষ ধরের ১
মধুসূদন ধরের ২
গণেশ্বর নাথের ২

অতি কষ্টমৌলিক।

হরানন্দ নাথের ১
সাধু নন্দীর ১
খড়্গেশ্বর নন্দীর ২
সাধু নন্দীর ১
রাজারাম বৰ্দ্ধনের ২
ভবানী বৰ্দ্ধনের ৩

---

২৭ ৪৫

সাতাইশ গ্রাম ভঙ্গ।

সন ১১৭৬সালে একটী ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে প্রজা সকল অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়াছিলেন, ঐ সঙ্গে আবার বরগীর হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়া ছিল, সুতরাং লোক সকল আরও কষ্টভোগ করিতেছিল, সেই হইতে সাতাইশ গ্রামের নয় খানি গ্রাম রহিত হইয়াছে॥ ১১৯৫ সালের ১১ই ফাল্গুন মোঃ চুঁচুড়ার মথুরমোহন পালের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সাতাইশ গ্রামের কুটুম্বিতা হয়, তাহাতে ঊনবিংশ গ্রাম মাত্র পাইয়াছিল, এই সময় ব্রাহ্মণাড়া হইতে মৌলিক পাঠঞ্জলি খ্যাত স্বরূপচন্দ্র লাহা চুঁচুড়াতে আসিয়া আপন গ্রামের দেবত্ব ও মান্য লইয়া গিয়াছিলেন, পরে তাহার পৌত্র তিনকড়ি লাহা ওঅনেক নিমন্ত্রণে অনেক স্থানে আইসেন কিন্তু তিনকড়ি লাহা ব্রাহ্মণাড়ার আপন সম্পত্তি সকল বিক্রয় করিয়া

সহরবেণীপুরে গমন করিয়াছেন তাহার আর কোন সন্ধান হয় না, অদ্যাপি লাহার পুষ্করিণী প্রভৃতি স্থান সকল তাহারি প্রমাণ দিবার জন্য বর্ত্তমান হিয়াছে ॥ সন ১২২০ সালের ১৫ আশ্বিন চুঁচুড়ার রামমোহন পালের পিতামহীর শ্রাদ্ধে সাতাইশ গ্রামের কুটুম্বিতা হয়, তাহাতে অষ্টাদশ গ্রাম পাইয়াছেন এই কারণে ইহারা সেবাইৎ আখ্যা পাইয়াছেন। এই সময় অষ্টাদশ গ্রামের বণিক্ সকল আপন আপন গ্রামের দেবতা-দিগের যাহা প্রাপ্য লইয়াছিলেন ॥

দেবত্বের তালিকা।

সাং কর্জনা।

শ্রীশ্রী ৺	মদনগোপাল	।।০
ঐ	বুড়শিব	।০
ঐ	সিদ্ধেশ্বরী	।০
ঐ	ধর্ম্মরাজ	৵০
ঐ	মঙ্গলচণ্ডী	৵০
ঐ	গোধিকা	৵০
	৬	১৸৵০

সাং পলাশী।

শ্রীশ্রী৺	শ্যামসুন্দর	।।০
ঐ	বৃন্দাবনচন্দ্র	।০
ঐ	বাসুদেব	।।০
ঐ	শিবঠাকুর	।০
ঐ	ধর্ম্মরাজ	।০
ঐ	জয়দুর্গা	।০
ঐ	স্বরূপ নারায়ণ	।০
ঐ	ক্ষেত্রপাল	।০
	৮	২৸০

সাং কুড়মন।

শ্রীশ্রী৺	রাধারমণ	।।০
ঐ	মহাপ্রভু	।।০
ঐ	শ্যামরায়	।।০
ঐ	কৃষ্ণ বলরাম	।।০
ঐ	শিবঠাকুর	।০
ঐ	পঞ্চানন	৵০
ঐ	মগদম সাহের	৵০
	৭	২।।০

সাং বলগণা।

শ্রীশ্রী৺	মদনগোপাল	।।০
ঐ	রাধাবল্লভ	।০
ঐ	গোপীনাথ	।।০
ঐ	বিনোদ বিনোদিনী	।।০
ঐ	রামকানাঞী	।।০
ঐ	শ্যামসুন্দর	।।০
ঐ	শিবঠাকুর	।০
ঐ	বৃদ্ধি নাগ	।০
	৮	৩।০

সাং গোবিন্দপুর।

শ্রীশ্রী৺ রাধাকান্ত ।।০
ঐ রাধাবল্লভ ।।০
ঐ শিবঠাকুর ।০
ঐ পঞ্চানন ৵০

৪ ১।৵০

সাং মণ্ডলগ্রাম।

শ্রীশ্রী৺জগৎগৌরী ।।০
ঐ বড় গোপীনাথ ।।০
ঐ ছোটগোপীনাথ ।।০
সাং পলাশনের
ঐ গোপীনাথ ।।০
ঐ রাধাবল্লভ ।।০

৬ ২।।০

সাং সপ্তবৃক্ষা।

শ্রীশ্রী৺বলরাম ।।০
ঐ গোপীনাথ ।।০
ঐ জগন্নাথ ।।০
ঐ কৃষ্ণরায় ।।০
ঐ মহাপ্রভু ।।০
ঐ শিবঠাকুর ।০
ঐ সিদ্ধেশ্বরী ৵০
ঐ ধর্ম্মরাজ ৵০
ঐ পঞ্চানন ৵০
ঐ ষষ্ঠী ৵০

১০ ৩।০

সাং উসমানপুর।

শ্রীশ্রী৺শ্যামরায় ।।০
বাগনাপাড়ার
ঐ বলরাম ।।০
মৎসরের
ঐ মদনগোপাল ।০

৩ ১।।০

সাং শিঙ্গারকোণ।

শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত ।।০
ঐ বৃন্দাবনচন্দ্র ।।০
ঐ বাগালেবাজিজীউ।।০
অম্বিকার
ঐ মহাপ্রভু ।।০

ঐ মহাপ্রভু ।।০
ঐ বুড় শিব ।০
ঐ গোপীজনবল্লভ ।০

৭ ৩৲

সাং কুলাঠী।

শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত ।।০
ঐ বলরাম ।।০
ঐ শিবঠাকুর ।০
চাগ্রা মর
ঐ শিবঠাকুর ।০
অম্বিকার
ঐ সিদ্ধেশ্বরী ।।০

৫ ২৲

সাং ভাণ্ডারহাটী।

শ্রীশ্রী৺গোবিন্দ রায় ।।০
ঐ জগন্নাথ ।০
ঐ শিবঠাকুর ।০
ঐ সাবিত্রী ৵০

৪ ১।৵০

সাং বড়শূল।

শ্রীশ্রী৺কৃষ্ণবলরাম ।।০
ঐ শ্যামসুন্দর ।।০
ঐ রাধাকান্ত ।০
ঐ শিবঠাকুর ।০

৪ ১৸০

সাং বলগণা।

শ্রীশ্রী৺মদনগোপাল ।।০
ঐ রাধাবিনোদ ।।০
ঐ শিবঠাকুর ।০
কুলীন গ্রামের।
ঐ মদনগোপাল ।।০

৪ ১৸০

সাং পাঁচড়া।

শ্রীশ্রী৺বলরাম ।।০
ঐ রাধাকান্ত ।।০
ঐ শিবঠাকুর ।০
ঐ বিশালাক্ষী ৵০
ঐ অনন্ত রায় ৵০

সাং মল্লিকপুর।		সাং মচুলপুর।		সাঁতরায়	
শ্রীশ্রী৺মহাপ্রভু	৷৷০	শ্রীশ্রী৺গোবিন্দ রায়	।০	ঐ বলরাম	৷৷০
ঐ বংশীধর	৷৷০	ঐ বলরাম	৷৷০	ঐ ধর্ম্মঠাকুর	।০
ঐ ধর্ম্মরাজ	।০	ঐ লক্ষ্মীজনার্দ্দন	৷৷০	ঐ চাঁপারায়	।০
		ঐ শিবঠাকুর	।০		
৩	১।০	ঐ কালীঠাকুরাণী	৵০	৮	২৷৷৵০
		৫	১৸৵০		

সাং বেত্রগড়		সাং হিরণ্যগ্রাম। নবগ্রামের	
শ্রীশ্রী৺কৃষ্ণবলরাম	৷৷০	শ্রীশ্রী৺গোবিন্দরায়	৷৷০
ঐ শ্যামসুন্দর	৷৷০	ঐ মদনগোপাল	৷৷০
ঐ শিবঠাকুর	।০	ঐ বৃন্দাবনচন্দ্র	৷৷০
ঐ বড় রায়	।০	ঐ শিবঠাকুর	।০
সাহাহল্লা	৵০	ঐ কৃষ্ণবলরাম	৷৷০
৫	১৷৵০	ঐ মুণ্ডেশ্বরী	৵০
		৬	২।৵০

মণ্ডল বংশাবলী।

যশকীর্ত্তিদেব	১	দানপতি	৬	দানপতিদেব	৬
হরিদেব	২	পতিরাজ	৭	মনোহর দেব	৭
নৃসিংহ দেব	৩	ইনি কুলীন, পুত্র	২	পঞ্চপাড়া	
সোম দেব	৪	মুকুন্দ ও পরমানন্দ			
দিগম্বর দেব	৫	কুড়মন ও সপ্তগ্রাম		বলরাম	৮
দানপতি দেব	৬			চিরায়ু	৯
নরহরি দেব	৭	নরহরি	৭	পঞ্চপাড়া	

বংশজ ইনি মণ্ডল বলরাম ৮
দিগের আদি কীর্ত্তিবাস ৯
কর্জনা রছুলপুর

রঘুনাথ ৯
লোচন ১০

জলেশ্বর ৮ জলেশ্বর ৮ শাম্ব ১১
রঘুনাথ ৯ জানকী ৯ কার্ত্তিক ১২
লক্ষ্মীনারায়ণ ১০ মদন ১০ যুগল ১৩
নরোত্তম ১১ কৃষ্ণদাস ১১ সনাতন ১৪
কুবের ১২ পঞ্চপাড়া রাজীব ১৫
তিলকরাম ১৩
কৃষ্ণ ১৪ লক্ষ্মীনারায়ণ ১০ ফকির ১৩
নন্দকিশোর ১৫ প্রশন্ন ১১ বিশ্বম্ভর ১৪
পদ্মলোচন ১৬ সোভারাম ১২ কৃষ্ণ ১৫
চুঁচুড়া সকলে মণ্ডল। তিলকরাম ১৩ শিবনারায়ণ ১৬
রড়শূল

বিশ্বম্ভর ৪১
রঘুনাথ ৯ বংশীধর ১৫
ভরত ১০ শ্যামচরণ ১৬
কুশলচন্দ্র ১১
হরিরাম ১২ কুশলচন্দ্র ১১
রাধাচরণ ১৩ তুলারাম ১২
রাসবিহারী ১৪ রামেশ্বর ১৩
রামসুন্দর ১৫ কৃষ্ণলাল ১৪
মাধব ১৬
রাজনারায়ণ ১৭

বিশ্বম্ভর ১৪
গোপীমোহন ১৫

সোম দেয়	৪	গৌরচরণ	১২
লক্ষ্মী দেয়	৫	ফকির	১৩
পুত্র	৩	চৈতন্য	১৪
গোপাল ও গোবিন্দহর		সাধুচরণ	১৫
শিঙ্গার কোণ		কলীচরণ	১৬
বলরাম	৮	উমাচরণ	১৭
নিত্যানন্দ	৯	সাং চুঁচুড়া	
পলাশী		গৌরচরণ	১২
শাম্ব	১১	দুর্লভ	১৩
গৌরচরণ	১২	বিনোদ	১৪
দুর্লভ	১৩	নয়ন	১৫
বিনোদ	১৪	গোবিন্দ	১৫
মুরলী	১৫	মুরলী	১৫
রামপ্রসাদ	১৬	লক্ষ্মীকান্ত	১৬
দুর্লভ	১৩		
বিনোদ	১৪		
নয়ন	১৫		
মাধব	১৬		
দ্বারিকানাথ	১৭		
মাধব	১৬		
রঘুনাথ	১৭		

———:০:———

সপ্তগ্রামীয়।

চৌদ্দশত চল্লিশ শকে, যখন ক্রুড়মনে যদুনন্দন দেয়ের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সাতাইশ গ্রাম লইয়া দক্ষিণ রাঢ়ীয় বণিক্‌দিগের একটী শাখা উৎপন্ন হইল, সুতরাং তখন সপ্তগ্রামাখ্য দক্ষিণ দেশে যাইয়া বাস করিতেছিল যে কুলীন, বংশজ, গৌণ বংশজ, রাঢ়ী মৌলিক প্রভৃতি

বণিক্‌গণ তাহারা পতিত বণিক শ্রেণীর সহিত মিশ্র হইবার আশঙ্কায় আপনাদিগের শাখাকে দৃঢ় করিয়া রাখিলেন, ইহার অত্যল্প দিন পরেই সপ্তগ্রামে একটী সমারোহ কুটুম্বিতা উপস্থিত হয়, উক্ত কুটুম্বিতায় সাতাইশ গ্রামস্থ চতুঃশতি বণিক্‌গণ নিমন্ত্রিত হইয়া সপ্তগ্রামে যাইবার কালীন আপনাদের সঙ্গে যাইবার মত-ব্যবসায় দ্রব্য লইয়া গমন করেন। পরে সপ্তগ্রামে পৌঁছিয়া সেই সকল দ্রব্য বিক্রয় ও অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করিতে ভোজনের কালগত হইলে, সপ্ত গ্রামীয় বণিক্‌গণ ক্ষুৎ-শ্রান্ত হইয়া পড়েন। সুতরাং কোন কোন ব্যক্তি ভোজন কার্য্য ও সমাধা করিয়াছিলেন। এতন্মধ্যে চতুঃশতি বণিক্‌গণ ভোজনার্থ আগমন করিলে, কেহ কেহ তাঁহাদিগকে রাঢ়দেশীয় ভাষায় ব্যঙ্গোক্তি করায় তাহারা ক্রোধের বশীভুত হইয়া গমন করিবার উদ্যম করিলে সকলে অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু অর্থাদির সাহায্য পাইয়া কয়েকজন মাত্র তথায় বাস করিয়াছিলেন। অপর বাহাত্তর জন বণিক্ সাতাইশ গ্রামে পুনর্গমন করেন, পথিমধ্যে ক্ষুৎপিপাসাযুক্ত বণিক্‌গণ নন্দিকুলোদ্ভব একজন কষ্ট মৌলিকের বাটীতে অবস্থান করিয়াছিলেন, সুতরাং ভোজন করিতেও হইয়াছিল, পরে সন্তোষ হইয়া কহিয়াছিলেন, নন্দিকুলোদ্ভব বণিক্ ! তুমি অদ্য হইতে বাহাত্তর নন্দীখ্যাত হইলে, আমাদের সহিত তোমার দান গ্রহণ হইবে। সপ্তগ্রামীয় বণিক্-

গণের বিবাহ কালীন কন্যাকর্ত্তা উত্তরাস্যে, বর পূর্ব্বাস্যে ও কন্যা পশ্চিমাস্যে উপবেশন করেন। আর স্ত্রী-আচারের পর বর ও কন্যা এককালীন সভামধ্যে আগমন করিয়া থাকে। গোবর্দ্ধন মিশ্র বণিক্‌দিগের পাঁচটী লক্ষণ করিয়াছেন—

বিদ্যাবন্তো ধনাঢ্যাশ্চ দাতারশ্চোপ কারকাঃ।
গুণাযেষাং ক্ষমাশীলা বর্ণিকাঃ পঞ্চলক্ষণাঃ॥

বিদ্যাবান, ধনাঢ্য, দাতা, উপকারী ও ক্ষমাবান এই পঞ্চ লক্ষণ বণিকদিগের স্বভাব সিদ্ধ, তথাপি সপ্তগ্রামীয় বণিক্‌দিগের এই গুণ সকল প্রত্যক্ষ দেখা যায়। ইহারা কন্যাদান সমাপন করিয়া সভামধ্যে পুরোহিতকে যাহা প্রদান করেন, পাণিগ্রহণের পর বর ও পুরোহিতকে তাহার দ্বিগুণ প্রদান করিয়া থাকেন, বিবাহাদি কার্য্যে সুবর্ণ মুদ্রাই প্রশস্ত দান, বর্ত্তমান সময়ে দক্ষিণ রাঢ়ীরা যেমন চুঁচুড়াকে সমাজ করিয়া রহিয়াছে, সপ্তগ্রামীয় বণিকগণ তদ্রূপ কলিকাতাকে সমাজ করিয়া রহিয়াছেন।

ইতি শ্রীজয়হরি ভট্টাচার্য্যাত্মজ বিদ্যারত্ন উপাধিক কন্দর্পমোহন ভট্টাচার্য্য কৃত বণিক্‌কুল পুস্তকে তৃতীয় প্রকোষ্ঠঃ।

—— :•:——

স্ব স্ব বংশাবলী লিখিবার স্থান।

স্ব স্ব বংশাবলী লিখিবার স্থান।